# ষষ্ঠ অধ্যায়

# প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Project Planning and Feasibility Studies)

- প্রকল্প কাকে বলে?
- প্রকল্পের প্রকারভেদ
- খসড়া প্রকল্পের বিবরণ
- প্রকল্পের নমুনা
- প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন বলতে কি বোঝায়?
- প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়
- প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের বৈশিষ্ট্য
- প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব
- প্রকল্প পরিকল্পনা কিভাবে করতে হয়? বা প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের উপায়
- প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায় বা ধাপ
- প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের কলাকৌশল
- সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাকে বলে?
- প্রযুক্তিগত, আর্থিক ও বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা
- সম্ভাব্যতা পরিকল্পনার উপাদান
- সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কিভাবে করতে হয়? বা সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কার্যপরিচালনা কৌশল
- সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদন—সংজ্ঞা ও ধারণা
- সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু
- সম্ভাব্যতা প্রতিবেদনের নমুনা
- প্রকল্প প্রতিবেদন—সংজ্ঞা
- প্রকল্প প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু
- প্রকল্প প্রয়োগের বিভিন্ন স্তর
- প্রকল্পের কার্যকারিতার পরিমাপ

## ■ প্রকল্প কাকে বলে? (What is Project?) ঃ

ইংরেজি 'প্রজেক্ট' কথাটির আভিধানিক অর্থ হল 'প্রকল্প'। ব্যবস্থাপনার অভিধান (Dictionary of Management) অনুযায়ী **কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করার জন্য প্রণীত ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ কর্মপন্থাকে প্রকল্প বলে।**

**এফ. এল. হ্যারিসন** (*F. L. Harison*)-এর মতে, "নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক এবং আর্থিক ও প্রযুক্তিগত লক্ষ্যসম্পন্ন একটি অ-নিয়মিত, অপৌনঃপুনিক ও একমুখী কাজের পরিকল্পনাকে প্রকল্প বলে।"

অধ্যাপক **ডি. গাঙ্গুলী** (*Prof. D. Ganguly*)-এর মতে, "প্রকল্প হল কোন উদ্যোগের নির্ধারিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কোন কারিগরী ও বাণিজ্যিক ধারণাকে গৃহীত কর্মসূচীতে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি।"

এক কথায় বলা যায় যে, **প্রকল্প হল কোন উদ্যোগ গঠন করার এবং তার পূর্ব-পরিকল্পিত লক্ষ্য পূরণের একগুচ্ছ কাজকর্মের রীতিবদ্ধ প্রক্রিয়া—এটি সুসংহত বিনিয়োগ পরিকল্পনার একটি ছাঁচ বা চিন্তাধারা।**

প্রকল্প বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন—বৈচিত্র্যকরণের প্রকল্প, ব্যয়-নিয়ন্ত্রণের প্রকল্প, প্রতিস্থাপনের প্রকল্প, রক্ষণাবেক্ষণের প্রকল্প, ক্ষমতার সম্প্রসারণ প্রকল্প, গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প, সরকারী সেচ, জলবিদ্যুৎ ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প, সামাজিক প্রকল্প ইত্যাদি।

## ■ প্রকল্পের প্রকারভেদ (Types of Project) ঃ

বিনিয়োগ-সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরির ছাঁচকে প্রকল্প বলে। প্রকল্প বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যেমন—

➢ **১। সরকারী প্রকল্প (Government Project) ঃ** জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি অ-মুনাফার ভিত্তিতে সরকার গড়ে তোলে। যেমন—বহুমুখী নদী-উপত্যকা প্রকল্প (উদাহরণ DVC), সেচ প্রকল্প, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, জনস্বাস্থ্য প্রকল্প, প্রযুক্তি শিক্ষাদানের প্রকল্প (যেমন CMC), গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি।

➢ **২। সামাজিক প্রকল্প (Social Project) ঃ** সমাজের স্বার্থে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে-সব প্রকল্প গড়ে তোলা হয় সেগুলি সামাজিক প্রকল্প। যেমন পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প, থ্যালাসামিয়া প্রকল্প, জাতীয় উৎসব প্রকল্প, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্প, কুষ্ঠ নিবারণ প্রকল্প, বিজ্ঞান মঞ্চ প্রকল্প ইত্যাদি।

➢ **৩। ভিন্নমুখী প্রকল্প (Diversification Project) ঃ** সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে কোন প্রকল্প উৎপাদন ও সেবার বৈচিত্র্যকরণের উদ্দেশ্যে গড়ে তুললে তাকে ভিন্নমুখী প্রকল্প বলে। এই ধরনের প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল জনগণের ভিন্নমুখী প্রয়োজন মেটানো।

➢ **৪। প্রতিস্থাপন প্রকল্প (Replacement Project) ঃ** পুরানো সম্পত্তি অচল বা অকেজো হয়ে পড়লে তার পরিবর্তে নতুন সম্পত্তি প্রতিস্থাপন করার প্রকল্পকে প্রতিস্থাপন প্রকল্প বলে। যেমন—পুরানো যন্ত্র অকেজো হলে তার জায়গায় নতুন যন্ত্র বসানোর প্রকল্পকে প্রতিস্থাপন প্রকল্প বলে।

➢ **৫। রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প (Maintenance Project) ঃ** সম্পত্তির বা যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতা এবং পণ্যের গুণমান রক্ষার জন্য যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তাকে রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প বলে।

➢ **৬। সম্প্রসারণ প্রকল্প (Expansion Project) ঃ** উদ্যোগের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে উদ্যোগ সম্প্রসারণের জন্য যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তাকে সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বলে। এর ফলে উদ্যোগের উৎপাদন ক্ষমতা বা কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং উদ্যোগটির পরিধি বা আকার বৃদ্ধি পায়।

*বিভিন্ন প্রকার প্রকল্পের চার্ট বা চিত্রলিপি নিচে দেওয়া হল ঃ*

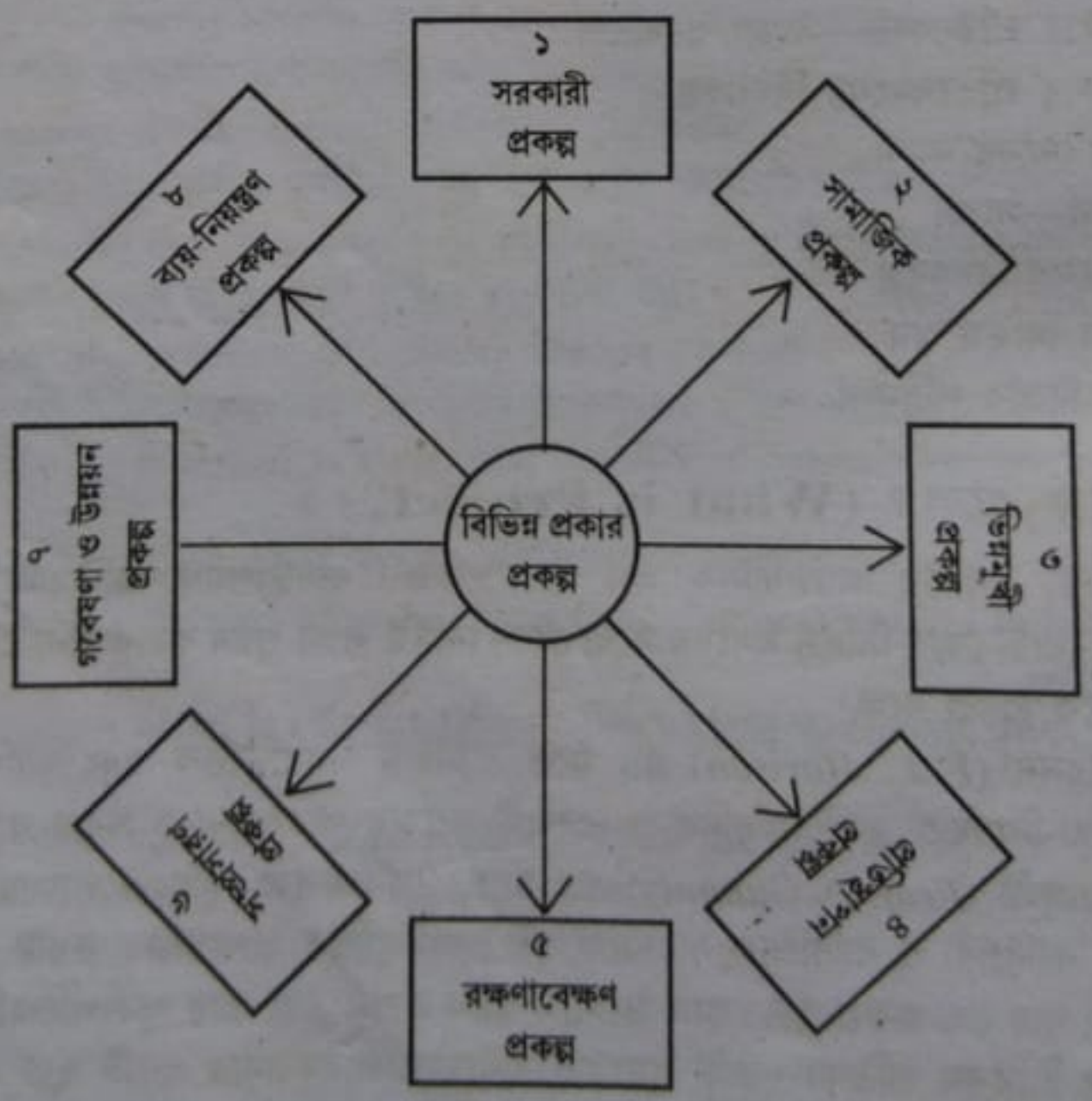


➢ **৭। গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প (Research and Development Project) ঃ** ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য উদ্যোক্তা গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেন এবং ক্রেতাদের চাহিদা পূরণের জন্য পণ্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনেন।

গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প মূলত নতুন ধরনের পণ্য ও উন্নত গুণমানের পণ্য ও সেবা পরিবেশনের জন্য গ্রহণ করা হয়।

➢ ৮। **ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (Cost-Control Project) :** বিভিন্ন ধরনের ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যেমন—কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার আর্থিক ঘাটতি পূরণের জন্য ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণ করেন। আবার বেসরকারী উদ্যোগ উৎপাদন ব্যয়, প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনাগত ব্যয়-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পণ্য মূল্য হ্রাস করে পণ্যকে অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক করে।

## ■ খসড়া প্রকল্পের বিবরণ (Particulars of Draft Project) :

সম্পদ বিনিয়োগের জন্য প্রকল্প গড়ে তোলা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোগ গড়ে তোলা হয় এবং সেটিকে বাণিজ্যিক সফলতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এর জন্য খসড়া প্রকল্প রচনা করা প্রয়োজন। খসড়া প্রকল্পে যে-সব বিবরণ থাকা উচিত অর্থাৎ যে-সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত সেগুলি হল :

➢ ১। **উৎপাদন ক্ষমতা (Production Capacity) :** খসড়া প্রকল্পে সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা নির্দেশ করতে হয়। উদ্যোগের প্রত্যেক প্রকল্পের বা বিভাগের উৎপাদন ক্ষমতা পৃথক পৃথকভাবে নির্দেশ করা প্রয়োজন।

➢ ২। **স্থান (Location) :** যে জায়গায় প্রকল্পের কাজ হবে, কতটা জমির প্রয়োজন হবে, কি ধরনের বাড়ি বা কারখানা তৈরি করতে হবে, স্থানের বিবরণে তার উল্লেখ থাকতে হয়।

➢ ৩। **প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতির বিবরণ (Description of Plant and Machinery) :** কোন্ কোন্ ধরনের প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম কারখানায় বসাতে হবে খসড়া প্রকল্পে তার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এইসব যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম দেশে পাওয়া যাবে কিনা, না সরকারের অনুমতি নিয়ে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে এবং ঐগুলি কিনতে কত খরচ হবে খসড়া প্রকল্পে তার বিশদ বিবরণ দিতে হবে।

➢ ৪। **প্রযুক্তিবিদ্যা (Technology) :** প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণের জন্য কিরূপ প্রযুক্তি কৌশল বা উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করা হবে, প্রযুক্তি কৌশলের প্রকৃতি কি হবে এবং মূলধন-নিবিড়, না শ্রম-নিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে খসড়া প্রকল্পে তার বিস্তৃত বিবরণ থাকা প্রয়োজন।

➢ ৫। **কারিগরী বিষয় (Technical Aspect) :** প্রকল্প রূপায়ণের জন্য কি কি কারিগরী সহযোগিতার প্রয়োজন হবে, বৈদেশিক কারিগরী পরামর্শ ও সহযোগিতার দরকার হবে কিনা এবং সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়ার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে খসড়া প্রকল্পে তার উল্লেখ থাকতে হবে।

➢ ৬। **কাঁচামালের বিবরণ (Description of Raw Materials) :** প্রকল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করা হয়। পণ্য উৎপাদনের জন্য কি কি ধরনের কাঁচামাল প্রয়োজন হবে, কাঁচামালের পরিমাণ কত হবে, কোন্ কোন্ উৎস হতে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হবে, স্থানীয়, দেশীয় বা বিদেশের বাজার থেকে কোন্ কোন্ কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হবে, বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করতে হলে কিভাবে সরকারী অনুমোদন জোগাড় করতে হবে খসড়া প্রকল্পে তার বিশদ বিবরণ দিতে হবে।

➢ ৭। **শ্রমশক্তির বিবরণ (Description of Labour Force) :** প্রকল্প রূপায়ণে শ্রমশক্তির ব্যবহার কম বা বেশি হতে পারে, কিন্তু সব প্রকল্পেই কিছু শ্রমশক্তির প্রয়োজন হয়। খসড়া প্রকল্পে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমের প্রয়োজন, শ্রমের ব্যয়, শ্রমশক্তির বিভাজন, মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদির বিশদ বিবরণ দিতে হবে।

➢ ৮। **অর্থ-সংস্থান (Financing) :** প্রকল্প রূপায়ণের জন্য মোট আর্থিক প্রয়োজনের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে এবং কোন্ কোন্ উৎস থেকে মালিকানা মূলধন বা ইক্যুইটি মূলধন এবং কোন্ কোন্ উৎস থেকে ঋণ মূলধন পাওয়া যাবে এবং কিভাবে মূলধন সংগ্রহ করতে হবে তার বিশদ বিবরণ খসড়া প্রকল্পে উল্লেখ করতে হবে।

➢ ৯। **অন্যান্য উপাদান (Other Elements) :** শক্তি, বিদ্যুৎ, জল ইত্যাদি কিভাবে পাওয়া যাবে এবং পরিবহণ, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয় খসড়া প্রকল্পে উল্লেখ করতে হবে।

➢ ১০। **প্রকল্পের প্রয়োগ (Implementation of the Project) :** কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম, শ্রমশক্তি ও মূলধন সংগ্রহের পর সেগুলিকে একত্রিত করে বাস্তবে প্রকল্পটিকে কিভাবে প্রয়োগ করতে

হবে এবং প্রকল্পের সম্পূর্ণতা ও উন্নয়নের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ খসড়া প্রকল্পে উল্লেখ করতে হবে।

➢ ১১। **পরিবেশ মন্ত্রকের অনুমতি (Permission from Environment Ministry) :** উদ্যোগের কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থের কিভাবে নিষ্কাষণ করতে হবে, ময়লা জল কিভাবে নিষ্কাষণ করতে হবে এবং কারখানার দূষিত বর্জ্য পদার্থ পরিবেশ দূষণ ঘটাবে কিনা খসড়া প্রকল্পে তার উল্লেখ করতে হবে এবং দূষণ নিবারণ মন্ত্রকের কাছ থেকে উদ্যোগের কারখানা বা সেবা প্রতিষ্ঠান চালু করার আগে কিভাবে অনুমতিপত্র জোগাড় করতে হবে তার বিবরণ খসড়া প্রকল্পে দিতে হবে।

➢ ১২। **প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study of the Project) :** খসড়া প্রকল্পে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ফলাফল সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে।

➢ ১৩। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা (Project Management) :** খসড়া প্রকল্পে উদ্যোগ পরিচালনার প্রযুক্তিগত, প্রশাসনিক, আর্থিক, বিপণন, মানবিক ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার দিকগুলি তুলে ধরতে হবে এবং ব্যবস্থাপনার স্তর উল্লেখ করে কোন্ স্তরে কি কি পদ সৃষ্টি করা হবে এবং প্রত্যেক স্তরের কর্মীদের দায়িত্ব কি হবে এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কি হবে তার বিশদ বিবরণ খসড়া প্রকল্পে উল্লেখ করতে হবে।

*খসড়া প্রকল্পের বিবরণগুলি নিচে চিত্রাকারে দেখানো হল :*

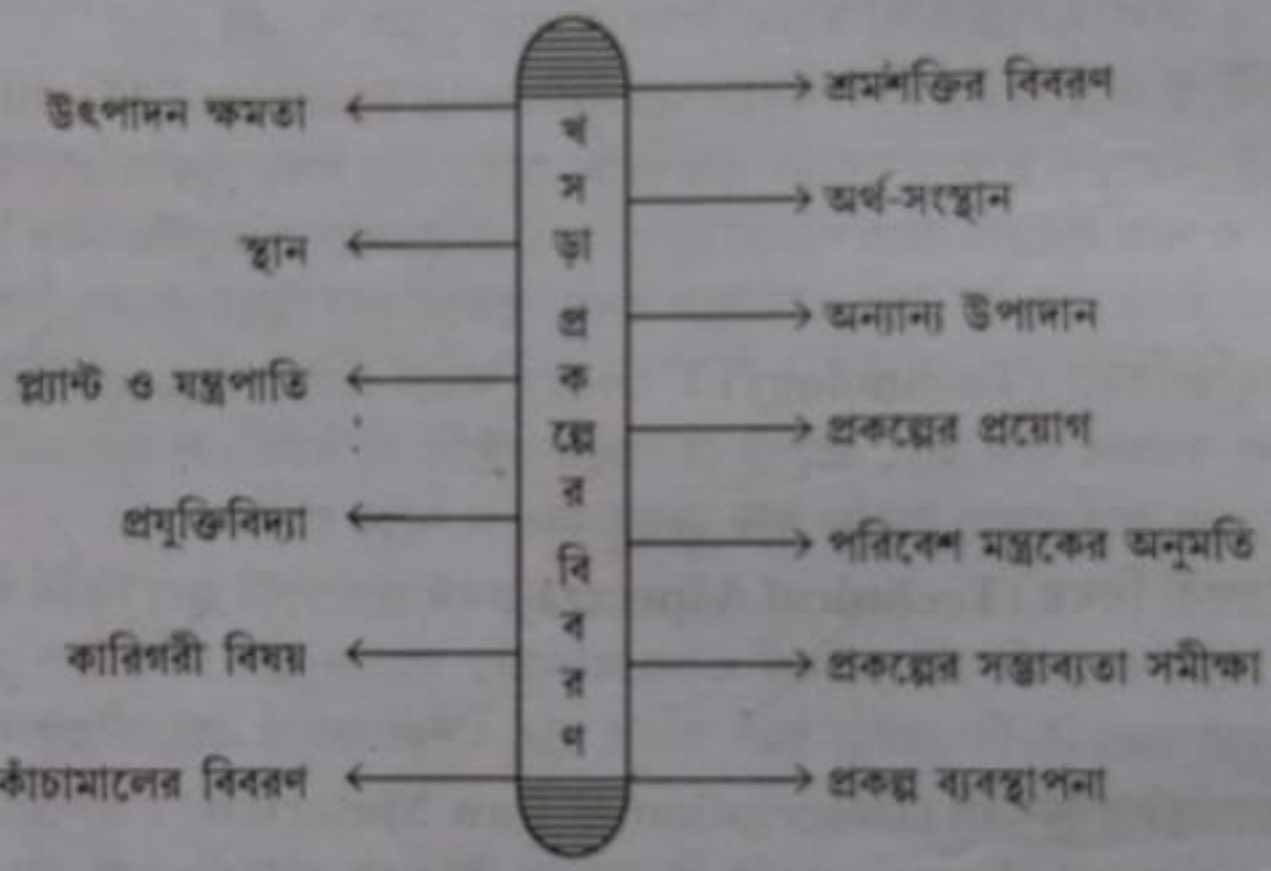


## ■ প্রকল্পের নমুনা (Specimen of a Project) :

কোন প্রকল্পের অনুমতি পেতে এবং প্রকল্পের জন্য ঋণ পেতে হলে প্রকল্পের সঙ্গে একটি বিষয় (Scheme) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হয়। নিচে প্রকল্পের স্কিমের নমুনা দেওয়া হল :

১। **প্রকল্পের নাম, অবস্থান ও ঠিকানা :**

২। **উদ্যোক্তার নাম, বয়স, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কারিগরী ও পেশাদারী যোগ্যতা, কর্মী ও উদ্যোক্তা হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা :**

৩। (i) নিজস্ব অথবা ভাড়া বা লিজে নেওয়া জমি, বাড়ি, কারখানা, শেড, গুদামঘর, চারদিকের দেওয়াল, গেট ইত্যাদি সম্পর্কিত স্থায়ী মূলধনের (fixed capital) বিবরণ : ✓

(ii) নিজস্ব অথবা ভাড়া বা লিজে নেওয়া প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের নাম, উৎপাদক কোম্পানীর নাম, উৎপাদন ক্ষমতা, বিশিষ্টতা, সংখ্যা, দাম ইত্যাদি সম্পর্কিত স্থায়ী মূলধনের বিবরণ : ✓

(iii) প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম স্থাপনের ব্যয়, যন্ত্রাংশের (Loose tools) জন্য ব্যয়, বৈদ্যুতিকরণের ব্যয়, আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম ক্রয়ের ব্যয়, স্থায়ী সম্পত্তির মাশুল ও বহন ব্যয়, প্রাক্-উৎপাদন ব্যয় ও প্রাথমিক ব্যয় সম্পর্কিত স্থায়ী মূলধনের বিবরণ : ✓

**মোট স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ : (i) + (ii) + (iii) →** ✓ = X

৪। (i) কাঁচামাল ক্রয়ের পৌনঃপুনিক ব্যয় ঃ ✓
(ii) দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের সংখ্যা, মজুরী ও বেতন বাবদ পৌনঃপুনিক ব্যয় ঃ ✓
(iii) বিদ্যুৎ, জল, ভাড়া, মাশুল, পরিবহণ, ডাক ও টেলিফোন, স্টেশনারী, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, মোড়কজাতকরণ, বণ্টন ইত্যাদি জনিত পৌনঃপুনিক ব্যয় ঃ ✓
**মোট পৌনঃপুনিক ব্যয় ঃ** (i) + (ii) + (iii) → ✓

**মোট চলতি বা কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ = মোট পৌনঃপুনিক ব্যয় × উৎপাদন চক্রের মোট সময় = Y**

৫। **মোট মূলধনের প্রয়োজনীয়তা = স্থায়ী মূলধন + চলতি বা কার্যকরী মূলধন = X + Y = Z**

৬। **স্থায়ী ও চলতি মূলধনের উৎস ঃ**

| | |
|---|---|
| নিজস্ব মূলধন ঃ | ✓ |
| সরকারী মার্জিনের অর্থ ঃ | ✓ |
| ব্যাঙ্ক ঋণ ঃ | ✓ |
| অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ ঃ | ✓ |
| | Z |

৭। প্রস্তাবিত লাভ-ক্ষতির হিসাব (P & L A/c) ঃ
৮। প্রস্তাবিত ব্যালান্স শীট (B/S) ঃ

স্থান .....
তারিখ .....

.....
উদ্যোক্তার স্বাক্ষর

## ■ প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন বলতে কি বোঝায়? (What is meant by Project Planning?) ঃ

কোন প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গৃহীত সুসংহত ও সুপরিকল্পিত কর্ম কাঠামো গঠন করার প্রক্রিয়াকে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন বলে। প্রকল্প পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যাশিত ফললাভের জন্য ভবিষ্যৎ কার্যধারা নিরূপণ করার ছক রচনা করা হয়।

বি. বি. গোয়েল (*B. B. Goel*)-এর মতে, "প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন বলতে একটি চক্রাকার প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা কোন প্রকল্পের সূত্রপাত থেকে বীজ গ্রহণ করে, তার পূর্ণ বিকাশ ঘটায় এবং প্রকল্পটির জীবনকালকে পরিচালিত করে, সম্পদ বিনিয়োগের রূপরেখা প্রণয়ন করে এবং কর্ম পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য পূর্বানুমান করে।"

এক কথায় প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন হল **কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার বিচক্ষণ, যুক্তিসঙ্গত ও সুসংহত পূর্বনির্ধারণ**। যে-কোন প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করে একটি সুষ্ঠু, সুনির্দিষ্ট ও রীতিবদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর।

## ■ প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয় (Matters to be Considered in Project Planning) ঃ

প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে যে যে বিষয় বিবেচনা করতে হয় সেগুলি হল ঃ

➢ ১। **প্রকল্প-সংক্রান্ত কাজের পরিকল্পনা (Planning for Project Work) ঃ** প্রকল্পের কাজগুলি সময়ের ভিত্তিতে বিভাজন করে কার্য সম্পাদনের স্তরক্রম স্থির করা প্রয়োজন। এরপর কাজগুলিকে এমন ভাবে বণ্টন করতে হবে যাতে প্রত্যেক কর্মীর কর্তৃত্ব, দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট হয় এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয়। প্রকল্পের কার্য সম্পাদনের জন্য বিশদ বিবরণ ও কর্মপন্থা সম্বলিত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

➢ ২। **মনুষ্যশক্তির পরিকল্পনা (Manpower Planning) ঃ** প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণের জন্য মোট মনুষ্যশক্তির প্রয়োজন, প্রত্যেক কর্মীর কর্তৃত্ব, দায়িত্ব, কর্তব্য এবং সাংগঠনিক কাঠামোয় কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি হবে এসব অন্তর্ভুক্ত করে একটি মনুষ্যশক্তি পরিকল্পনা রচনা করতে হবে।

➢ ৩। **আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Planning) ঃ** প্রকল্প রূপায়ণে যে অর্থের প্রয়োজন হবে তার সম্ভাব্য উৎস, প্রকল্প রূপায়ণের মোট অনুমিত ব্যয়ের পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ করে একটি আর্থিক পরিকল্পনা রচনা করতে হবে।

➢ ৪। **তথ্য পরিকল্পনা (Information Planning) ঃ** কোন উদ্যোগের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের আগে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তথ্যগুলির প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রকল্প বিবরণীতে তথ্য সংগ্রহের উৎসগুলির উল্লেখ থাকবে। একে তথ্য পরিকল্পনা বলে।

➢ ৫। **উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা পরিকল্পনা (Objects and Course of Action Planning) ঃ** প্রকল্প পরিকল্পনায় উদ্যোগে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এবং প্রকল্প রূপায়ণের কর্মপন্থা-সম্বলিত পরিকল্পনা যুক্ত করতে হবে।

➢ ৬। **সময় পরিকল্পনা (Time Planning) ঃ** সময়ভিত্তিক কর্ম বিভাজনের মাধ্যমে প্রকল্প রূপায়ণের কাজ সম্পন্ন করার জন্য কত সময়ের প্রয়োজন হবে তার একটি সুনির্দিষ্ট সময় পরিকল্পনা তৈরি করে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

➢ ৭। **সম্পদ পরিকল্পনা (Resource Planning) ঃ** প্রকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য যে-সব যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, শক্তি ইত্যাদি সম্পদের প্রয়োজন হবে তার একটি পরিকল্পনা রচনা করে সেটি প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

## ■ প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের বৈশিষ্ট্য (Features of Project Planning) ঃ

প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

➢ ১। **কর্মপন্থা নির্ধারণ (Determination of Course of Action) ঃ** প্রকল্প পরিকল্পনায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার বিস্তারিত বিবরণ নির্ধারণ করতে হয় যাতে পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি পূরণ করা সম্ভব হয়।

➢ ২। **উদ্দেশ্যপূরণ (Achievement of Objectives) ঃ** প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্যোগটির পূর্ব-নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ করা থাকে।

➢ ৩। **চক্রাকার প্রক্রিয়া (Circular Process) ঃ** প্রত্যাশিত ফললাভের জন্য কর্ম-বিভাজন ও কর্ম-বণ্টনের চক্রাকার প্রক্রিয়া দেখিয়ে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।

➢ ৪। **সময়সীমা (Time Dimension) ঃ** প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে কোন পূর্ব-নির্ধারিত কর্ম সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া। এটি একটি সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা।

➢ ৫। **যৌক্তিকতা (Rationality) ঃ** প্রকল্প পরিকল্পনায় যে-সব উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা স্থির করা হবে সেগুলি যেন অলীক না হয়। বিচক্ষণতা ও যুক্তিসঙ্গত উপায়ে ভবিষ্যৎ কর্ম স্থির করতে হয়।

➢ ৬। **সম্পদ বণ্টন (Resource Allocation) ঃ** কোন প্রকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য বিভিন্ন সম্পদের প্রয়োজন হয়, যেমন—মনুষ্যশক্তি, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, শক্তি, অর্থ ইত্যাদি। এসব সম্পদগুলি কিভাবে সংগ্রহ করা হবে এবং ব্যবহার করা হবে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে তার উল্লেখ থাকবে।

➢ ৭। **জীবনচক্র (Life Cycle) ঃ** প্রত্যেক প্রকল্পের আয়ুষ্কাল বা জীবনচক্র থাকে। প্রকল্প কখন শুরু হবে এবং তার কাজ কখন আরম্ভ হবে সেই সময় নির্দেশ করে এবং প্রকল্পের নির্ধারিত কাজ কোন্ কোন্ পর্যায়ে সম্পাদন করা হবে তার উল্লেখ করে প্রকল্পের জীবনচক্রে দেখানো হয়।

## ■ প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব (Importance of Project Planning) ঃ

প্রকল্প পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্দেশ্য হল প্রকল্পটির বাস্তব রূপায়ণের সম্ভাব্যতা আছে কিনা তার যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ করা। প্রকল্প পরিকল্পনা সমীক্ষা করে উদ্যোক্তা প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত হবে কিনা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যদি প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন ভ্রান্ত হয়, তবে উদ্যোক্তার বিনিয়োজিত মূলধন নষ্ট হয়। এই

কারণে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্বগুলি নিচে আলোচনা করা হল ঃ

➢ **১। কর্মপন্থার পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ (Systematic Analysis of Course of Action) ঃ** কোন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কাজকর্ম ক্রমশই জটিল হচ্ছে। জটিল কর্মপন্থার রীতিবদ্ধ বা পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ ক্রমানুসারে প্রকল্প পরিকল্পনায় দেখানো হয়। পূর্ব-নির্ধারিত কর্মপন্থা পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুসরণ করলে তবেই উদ্যোগটি তার লক্ষ্য পূরণে সফল হয়।

➢ **২। ঋণ মূলধন সংগ্রহ (Raising of Debt Capital) ঃ** ব্যাঙ্ক, অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কাছ থেকে ঋণ মূলধন সংগ্রহ করতে হলে উদ্যোগটিকে ঋণের আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রকল্প পরিকল্পনার একটি কপি জমা দিতে হয়। এই কারণে উদ্যোক্তাকে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।

➢ **৩। সম্পদের কাম্য ব্যবহার (Optimum Utilisation of Resources) ঃ** প্রকল্প পরিকল্পনায় উদ্যোগ রূপায়ণের বিভিন্ন পর্যায়ে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, মনুষ্যশক্তি, আর্থিক সম্পদ ইত্যাদির পরিমাণ ও এগুলির উপযুক্ত ব্যবহারের উপায় উল্লেখ করতে হয়। এতে সম্পদের কাম্য ব্যবহার সম্ভব হয়।

➢ **৪। ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ (Cost Control) ঃ** প্রকল্প রূপায়ণের আগে পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে উদ্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ের কাজের জন্য ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

➢ **৫। বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ (Determination of the Amount of Investment) ঃ** প্রকল্প অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করতে হলে কি পরিমাণ আর্থিক সম্পদ বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে তা জানা যায়। এতে স্থায়ী ও কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন উল্লেখ করা হয় এবং মূলধনের ব্যবহার কিভাবে করা হবে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়। এটি দেখিয়ে উদ্যোক্তা ব্যাঙ্ক, অর্থ-লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কাছ থেকে ঋণ নিতে পারে।

➢ **৬। ঝুঁকি হ্রাস (Reduction of Risk) ঃ** প্রত্যেক উদ্যোগে বিশেষ করে নতুন উদ্যোগে অনিশ্চয়তাজনিত ঝুঁকির পরিমাণ খুবই বেশি হয়। সুষ্ঠু প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারলে উদ্যোগ-সংক্রান্ত ঝুঁকির পূর্বানুমান করা যায় এবং ঝুঁকির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

➢ **৭। কার্য সম্পাদনের নির্দেশিকা (Guidelines of Performance) ঃ** প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কিভাবে কাজ সম্পাদন করা হবে এবং প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হবে তার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে সঠিকভাবে কার্য সম্পাদন করা যায়।

➢ **৮। জ্ঞাতকরণ ও সমন্বয়ের মাধ্যম (Medium of Communication and Co-ordination) ঃ** প্রকল্প পরিকল্পনাকে জ্ঞাতকরণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এটি প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় আনতে সাহায্য করে।

➢ **৯। সচেতনতা বৃদ্ধি (Increase in Consciousness) ঃ** প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে উদ্যোক্তা এবং কর্মীরা সকলেই সময় ও কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হন।

➢ **১০। নিয়ন্ত্রণ (Controlling) ঃ** প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তার উপায় ও ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়। এর ফলে নিয়ন্ত্রণের কাজে সুবিধা হয়।

➢ **১১। মূলধনের উৎস নির্ধারণ (Determination of Sources of Capital) ঃ** প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তা মূলধন সংগ্রহের সম্ভাবনা, উপায়, পদ্ধতি ও উৎস সম্পর্কে জানতে পারেন।

## ■ প্রকল্প পরিকল্পনা কিভাবে করতে হয় ? বা প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের উপায় (How to prepare Project Plan ? Or Method of prepartion of Project Plan) ঃ

(*) 2010

যে-কোন প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রকল্পের মোট কাজগুলিকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয় এবং কাজের প্রত্যেকটি অংশ কারা কিভাবে সম্পাদন করবে তার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রকল্প পরিকল্পনা নিম্নলিখিত উপায়ে প্রণয়ন করতে হয় ঃ

➢ **১। উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Determination of Objectives) ঃ** কোন্ কাজ করতে হবে, কেন করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, কে করবে, কিভাবে করবে, কখন করতে হবে, কতটা করতে হবে, কোথায় করতে হবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে প্রকল্প পরিকল্পনার উদ্দেশ্য স্থির করতে হবে।

➢ ২। **কর্মপন্থা নির্ধারণ (Determination of the Course of Action) ঃ** প্রকল্প পরিকল্পনায় কর্মসূচী নির্দেশ করে একটি কর্মপন্থার তালিকা প্রস্তুত করতে হয়। কাজগুলিকে বিভাজন করার পর পারস্পরিক সম্পর্ক ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব সঠিকভাবে বণ্টনের নির্দেশ প্রকল্প পরিকল্পনায় দেখাতে হবে। কর্ম সম্পাদনের সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে এবং কাজের মধ্যে সমন্বয় কিভাবে আনা যাবে তার ব্যবস্থা প্রকল্প পরিকল্পনায় উল্লেখ করতে হবে।

➢ ৩। **সম্পদের তালিকা প্রণয়ন (Scheduling of Resources) ঃ** প্রকল্প রূপায়ণে কি কি সম্পদের প্রয়োজন হবে এবং সেগুলি কি পরিমাণে লাগবে, কখন সম্পদগুলি লাগবে, কখন সম্পদ সংগ্রহের ফরমাশ দিতে হবে ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

➢ ৪। **সময় তালিকা প্রণয়ন (Time Scheduling) ঃ** প্রকল্পে যে-সব সম্পদ ব্যবহার করা হবে তার সময়, কার্য সম্পাদনের সময় ও প্রত্যেকটি কাজের মান-সময় (Standard Time) উল্লেখ করে সময়-তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

➢ ৫। **সম্পাদনযোগ্যতা বা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) ঃ** এরপর প্রকল্পটি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের আর্থিক দিক, আয়তন, স্থান নির্বাচন, পণ্যের ধরণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা যাচাই করতে হয়। চাহিদা, দাম, কারিগরী উন্নয়ন, অবস্থান, অনুমিত ব্যয়, লাভজনকতা ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে প্রকল্পটির সম্পাদনযোগ্যতা পরীক্ষা করতে হবে।

➢ ৬। **প্রকল্প দলের সংগঠন (Organisation of Project Team) ঃ** প্রকল্পের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য একটি কর্মীগোষ্ঠী গঠন করতে হবে এবং কিভাবে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করে প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ করা যায় তার উপায় প্রকল্প পরিকল্পনায় উল্লেখ করতে হবে।

➢ ৭। **নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Control System) ঃ** প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে নিয়ন্ত্রণের মান নির্ধারণ করতে হবে। কাজের সময়, ব্যয় ও গুণাগুণের ভিত্তিতে মান অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করা হয়েছে কিনা, মান ও সম্পাদিত কাজের মধ্যে কোন তারতম্য আছে কিনা এবং থাকলে কিভাবে তার সংশোধন করা হবে প্রকল্প পরিকল্পনায় তার উল্লেখ থাকতে হবে।

➢ ৮। **বাজেট প্রণয়ন (Budgeting) ঃ** প্রকল্পটির অনুমিত আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকল্প পরিকল্পনায় দেখাতে হবে। আয়ের উৎস এবং ব্যয়ের খাতগুলি বাজেটে দেখাতে হবে এবং বাজেট প্রকল্প পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

## ■ প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায় বা ধাপ (Steps or Stages involved in Project Planning) ঃ

2004

কোন প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে বিভিন্ন পর্যায় বা ধাপ থাকে। এই পর্যায় বা ধাপগুলি হল ঃ

➢ ১। **প্রকল্প নির্বাচন (Selection of the Project) ঃ** যে-কোন প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রথমেই প্রকল্পটির নির্বাচন করতে হয়। প্রকল্প নির্বাচনের সময় দেখতে হবে যেন প্রকল্পটি প্রযুক্তিগত দিক থেকে রূপায়ণযোগ্য হয় এবং এটি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, মনুষ্যশক্তি ও সরকারী অনুমোদন পাওয়া যায়। বিনিয়োগের পরিমাণ, মূলধন সংগ্রহের সম্ভাবনা, বিপণনের সম্ভাবনা, সম্ভাব্য উৎপাদন ব্যয় ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবেচনা করে প্রকল্প নির্বাচন করতে হয়।

➢ ২। **সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ (Feasibility Analysis) ঃ** প্রকল্প নির্বাচনের পর সেটির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে নির্বাচিত প্রকল্পটির সম্পাদনযোগ্যতা বা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করতে হয়। এই সমীক্ষা থেকে প্রকল্পটির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সীমাবদ্ধতাগুলি বোঝা যাবে এবং জানা যাবে যে প্রকল্পটির রূপায়ণ সম্ভব না সম্ভব নয়। প্রকল্পটি রূপায়ণ করা সম্ভব বলে মনে হলে সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন (Feasibility Report) প্রস্তুত করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

➢ ৩। **নক্‌শা ও নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ (Design and Network Analysis) ঃ** এই পর্যায়ে প্রকল্পটির একটি পূর্ণ নক্‌শা প্রস্তুত করে প্রকল্পের বিভিন্ন স্তরের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয় এবং কর্মী ও বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়বদ্ধতার একটি প্রবাহ তালিকা বা নেটওয়ার্ক প্রস্তুত করতে হয়।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনার **'কর্ম মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি' (Programme Evaluation and Review Technique** বা **PERT)** এবং **'জটিল পথ পদ্ধতি' (Critical Path Method** বা **CPM)** কৌশল আরোপ করে নেটওয়ার্ক বা বেড়াজাল বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

➢ **৪। কারিগরী-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (Techno-economic Analysis) ঃ** ভবিষ্যৎ চাহিদা ও বাজার-সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা জানবার জন্য বাজার সমীক্ষা ও বাজার বিশ্লেষণ করতে হয়। প্রকল্প প্রণয়নে কারিগরী ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারিগরী ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনগুলি নির্দেশ করে। কারিগরী বিশ্লেষণে যে-সব বিষয় বিবেচনা করা হয় সেগুলি হল প্রকল্পটি কোন্ স্থানে অবস্থিত হবে, তার আয়তন কি হবে, উৎপাদন প্রক্রিয়া কি হবে এবং সেটি প্রকল্পের পক্ষে উপযুক্ত কিনা, নির্বাচিত কার্য সম্পাদনের মাত্রা যৌক্তিকতা, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, শ্রম, শক্তি ইত্যাদি উৎপাদন উপকরণগুলি সহজলভ্য কিনা, প্রযুক্তির ব্যবহার সামাজিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য কিনা ইত্যাদি। অন্যদিকে বাজার বিশ্লেষণ করে প্রস্তাবিত পণ্য বা সেবার বাজার চাহিদা এবং বাজারের অংশ (market share) নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়।

➢ **৫। উপকরণ বা ইন্‌পুট বিশ্লেষণ (Input Analysis) ঃ** উপকরণ বিশ্লেষণ বলতে প্রকল্প রূপায়ণে ও পরিচালনায় যে জমি, কাঁচামাল, বিদ্যুৎ, কয়লা, গ্যাস, জল, মনুষ্যশক্তি, রাস্তাঘাট, পরিবহণ, যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ইত্যাদি যে-সব উপকরণ বা ইন্‌পুটের প্রয়োজন হবে সেগুলির পরিমাণ ও গুণগত মান স্থির ও বিশ্লেষণ করাকে বোঝায়। এসব ইন্‌পুটগুলিকে চিহ্নিত করে দেখতে হবে যে এগুলি সুলভ মূল্যে সহজলভ্য কিনা। প্রকল্পের সম্পাদনযোগ্যতার (feasibility) মূল্যায়ন করা এই বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত।

➢ **৬। চাহিদা ও যোগান বিশ্লেষণ (Demand and Supply Analysis) ঃ** এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রস্তাবিত পণ্যটির বাজার সম্ভাবনা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। অনুসন্ধান ও রাশিবিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করে ক্রেতার সংখ্যা, রুচি, পছন্দ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে পণ্যের চাহিদার পূর্বানুমান করা হয়। এই প্রসঙ্গে বাজার সমীক্ষা ও বাজার গবেষণারও প্রয়োজন হয়। এরূপ বিশ্লেষণের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কত পণ্য উৎপাদন করা হবে এবং পণ্যের গুণগতমান কি হবে তা প্রকল্প পরিকল্পনায় নির্দেশ করতে হবে।

➢ **৭। আর্থিক বিশ্লেষণ (Financial Analysis) ঃ** এই পর্যায়ে প্রকল্পের আর্থিক সম্ভাবনা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। আর্থিক বিশ্লেষণের দুটি দিক আছে, যেমন—

(i) **প্রকল্প-ব্যয় বিশ্লেষণ (Analysis of Project Cost) ঃ** এতে প্রকল্পের মোট খরচ, স্থির ও কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ, কার্যগত ব্যয় (operational cost) অবচয়, প্রদেয় কর ইত্যাদির পরিমাণ অনুমান করতে হয়। প্রকল্প ব্যয়ের অনুমান যাতে নির্ভরযোগ্য ও বাস্তবসম্মত হয় তার জন্যে দামের পরিবর্তন, মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব, সরকারী নীতির পরিবর্তন, প্রযুক্তির পরিবর্তন ইত্যাদি প্রকল্প ব্যয়ের ওপর কিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে তার বিশদ বিশ্লেষণ করাও প্রয়োজন। ব্যয় সূচক বা Cost Index $\left[= \frac{\text{পরিকল্পিত ব্যয়}}{\text{প্রকৃত ব্যয়}}\right]$ পদ্ধতি আরোপ করে প্রকল্প ব্যয় বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

(ii) **লাভজনকতা বিশ্লেষণ (Profitability Analysis) ঃ** নির্বাচিত প্রকল্পটি অন্য প্রকল্পের তুলনায় অধিকতর লাভজনক হবে কিনা এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা যাচাই করা হয়। (i) মূল্য ফেরত সং বা **Pay Back Period** $\left[= \frac{\text{প্রাথমিক বিনিয়োগ}}{\text{স্থির বার্ষিক নগদ প্রবাহ}}\right]$ পদ্ধতি; (ii) নীট বর্তমান মূল্য বা Ne **Present Value** (= বিভিন্ন বছরে পাওয়া নগদ প্রবাহের বর্তমান মূল্য – বিক্রিত ভগ্নাবশেষের বর্তমান মূল্য – প্রাথমিক বিনিয়োগ) পদ্ধতি; (iii) অভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার বা **Internal Rate of Return** [ = একটি সুদের হার – $\frac{\text{প্রাথমিক বিনিয়োগ – কর বাদ দেবার পর নগদ প্রবাহের বর্তমান মূল্য}}{\text{দুটি হারে হিসাবকৃত বর্তমান মূল্যের পার্থক্য}}$ × ব্যবহৃত দুটি সুদের হারে পার্থক্য ] পদ্ধতি; (iv) ব্যয়-পরিমাণ মুনাফা বিশ্লেষণ বা **Cost-volume Profit Analysis** পদ্ধতি; (v) অনুপাত-বিশ্লেষণ বা **Ratio-Analysis** পদ্ধতি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকল্পের লাভ বা মুনাফাযোগ্যতা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

➢ **৮। সামাজিক ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ (Social Cost-Benefit Analysis) ঃ** এই পর্যায়ে সামাজিক দিক থেকে প্রকল্পটির গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ করা হয়। প্রকল্পটি সরকারী নীতি ও জাতীয় পরিকল্পনার সহায়ক

হবে কিনা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে কিনা, পরিবেশ দূষণ করবে কিনা, রপ্তানি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলি এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন অর্থনৈতিক পদ্ধতি, যেমন কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব পরিমাপ পদ্ধতি, পরিবেশগত প্রভাব পরিমাপ পদ্ধতি ইত্যাদি প্রয়োগ করে এরূপ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

➢ ৯। **ঝুঁকি বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Risk Analysis) :** প্রত্যেক প্রকল্পেই ঝুঁকির উপাদান থাকে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, পরিবেশগত পরিবর্তন, মূল্যস্তরের পরিবর্তন, চাহিদার পরিবর্তন ইত্যাদি প্রকল্পে ঝুঁকি সৃষ্টি করে। ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে ঝুঁকির পরিমাণ ও সম্ভাবনার পরিমাপ করা হয়। গাণিতিক বিশ্লেষণ, সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ, অনুকরণ (Simulation) বিশ্লেষণ যথাক্রমে স্টান্ডার্ড ডিভিয়েশন (Standard deviation), প্রত্যাশিত বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাসে প্রত্যাশিত নীট বর্তমান মূল্যের ওপর তার প্রভাব, প্রত্যাশিত আয় হ্রাসের সম্ভাবনা নির্দেশ করে।

➢ ১০। **প্রকল্প পর্যালোচনা (Project Appraisal) :** উপরিউক্ত সমীক্ষা ও বিশ্লেষণের ফলাফল পর্যালোচনা করে প্রকল্পের মূল্যায়ন করতে হয়। প্রকল্প মূল্যায়নে উদ্দেশ্যের মূল্যায়ন, প্রকল্প ব্যবহারী সংস্থার পর্যালোচনা, আর্থিক সম্ভাব্যতার মূল্যায়ন, কারিগরী সম্ভাব্যতার মূল্যায়ন, সামাজিক ব্যয় ও লাভজনকতার বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হয়।

## ■ প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের কলাকৌশল (Techniques of Preparation of Project Plan) :

নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পাদন করার জন্য প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। এসব পদ্ধতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলির আলোচনা নিম্নে করা হল :

➢ ১। **বারচিত্র বা দণ্ডলেখ (Bar Chart or Bar Graph) :** ১৯১০ সালে **এইচ. এল. গ্ন্যাট (*H. L. Gnatt*)** বারচিত্র পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতিতে প্রকল্পের প্রত্যেকটি কাজকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে একটি তালিকা বা সারণী প্রস্তুত করা হয় এবং উল্লম্ব বা অনুভূমিক ধরনের বার বা দণ্ডরেখা টেনে কাজ শুরু ও শেষ করার সময় দেখানো হয়। এতে প্রকল্পের কাজগুলিকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করে দেখাতে হয়। দণ্ডরেখা কার্য সম্পাদনের প্রক্রিয়া দেখায়। বারচিত্রে যে আয়তক্ষেত্রগুলি তৈরি হয় তার অল্প ব্যবধানে সূক্ষ্ম রেখা টেনে কাজের অগ্রগতি ও বাকী কাজের পরিমাণ দেখানো হয়। বারচিত্রের মাধ্যমে কাজের সময়ভিত্তিক প্রদর্শন করা সম্ভব। দণ্ডের সাহায্যে এটি প্রদর্শন করা হয়। পাশে বারচিত্রের একটি নমুনা দেওয়া হয়েছে।

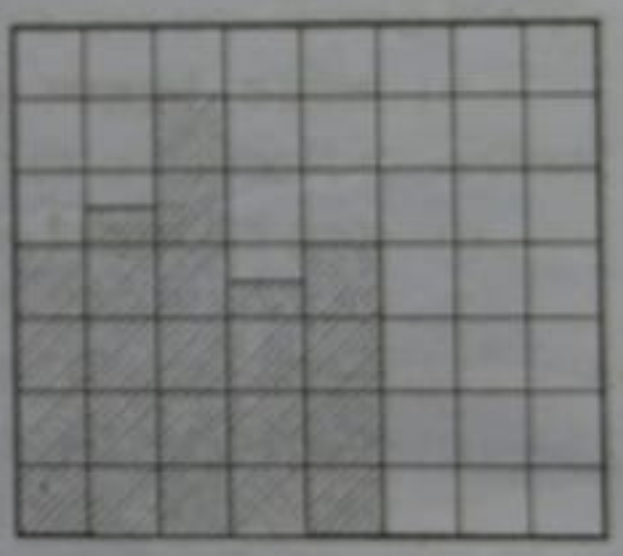

*বারচার্ট বা দণ্ডচিত্র*

- **সুবিধা (Advantages) :** এই পদ্ধতির সুবিধাগুলি হল :
  - (i) এটি অত্যন্ত সহজ পদ্ধতি কারণ এটি সহজেই দ্রুত অঙ্কনযোগ্য ও বোধগম্য।
  - (ii) বারচিত্র সমীক্ষা করে পরিকল্পিত কাজ ও প্রকৃত সম্পাদিত কাজের মধ্যে তারতম্য বার করা যায়।
  - (iii) এটি সমীক্ষা করে কার্য-সম্পাদনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করা যায়।
  - (iv) বারচিত্র থেকে এখনও কত কাজ করা বাকী আছে তা জানা যায়।
  - (v) এর সাহায্যে কিছু অন্তর্বর্তী ও তাৎক্ষণিক প্রভাব দেখানো সম্ভব।
- **অসুবিধা (Disadvantages) :** বারচিত্র পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হল :
  - (i) এর মাধ্যমে কাজগুলির আন্তঃনির্ভরতা দেখান যায় না।
  - (ii) এটি কার্য-সম্পাদনের কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে অক্ষম।
  - (iii) এই পদ্ধতিতে কাজের মান স্থির করা যায় না।
  - (iv) এই পদ্ধতি নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কার্য-সম্পাদনের নিশ্চয়তা দেখাতে পারে না।

(v) এটি একটি গতানুগতিক পদ্ধতি।
(vi) এর সাহায্যে জটিল কাজের ক্ষেত্র নিরূপণ করা সম্ভব নয়।
(vii) আগে থেকে সমস্যা অনুমান করা যায় না বলে এর সাহায্যে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

➢ **২। কার্যসূচীর বাজেট প্রণয়ন (Programme Budgeting) ঃ** প্রয়োগের স্তরে বাজেটের অনুমানের ভিত্তিতে প্রয়োগের প্রস্তাবিত কাজগুলি সম্পাদন করার জন্য এই পদ্ধতিতে একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হয়। এই তালিকায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজগুলিকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে দেখানো হয় এবং কার্য সম্পাদনের স্তরক্রম স্থির করা হয়।

● **সুবিধা (Advantage) ঃ** এই পদ্ধতি আরোপ করে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে কোন্ কাজগুলির সম্পাদনে অগ্রাধিকার দিতে হবে তা জানা যায়।

● **অসুবিধা (Disadvantage) ঃ** প্রকল্পের প্রস্তাবিত কাজগুলি বাজেটের অনুমানের ভিত্তিতে স্থির করা হয়। অনুমানগুলি ভ্রান্ত হলে এই পদ্ধতি ভ্রান্ত প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

➢ **৩। নেটওয়ার্ক বা বেড়াজাল বিশ্লেষণ (Network Analysis) ঃ** এই পদ্ধতিটি প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের **'কার্যসূচী মূল্যায়ন ও সমীক্ষা পদ্ধতি' (Programme Evaluation and Review Technique or PERT)** এবং **"জটিল পথ পদ্ধতি" (Critical Path Method or CPM)** প্রয়োগ করে এতে প্রকল্প পরিকল্পনা করা হয়। এই দুটি পদ্ধতি অনুসারে—

(i) একটি কাজকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়;
(ii) কাজগুলির প্রত্যেকটি অংশের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়;
(iii) প্রত্যেকটি কাজ ও তার আগের কাজের সম্পর্ক দেখানো হয়;
(iv) কাজের স্তরক্রম (hierarchy) অনুসারে কাজ সম্পন্ন করা হয়; এবং
(v) কোন্ পথটি কার্য-সম্পাদনের সবচেয়ে **জটিল পথ** অর্থাৎ কোন্ পথে কাজ করলে সবচেয়ে বেশি সময় লাগে তা চিহ্নিত করা হয়। একটি **তীর চিত্রের** (Arrow Diagram) মাধ্যমে এই জটিল পথটি নিচে দেখানো হল ঃ

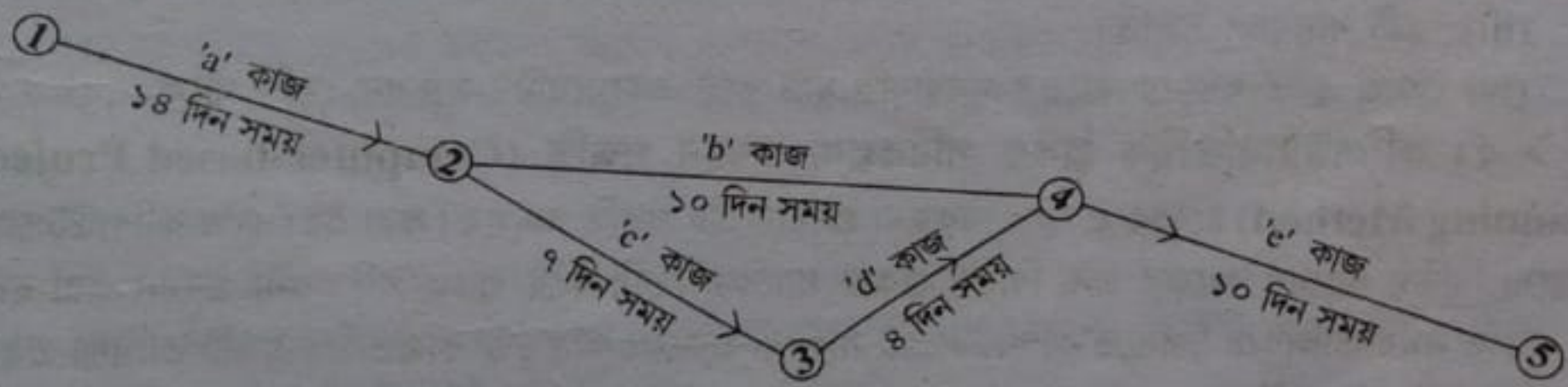


**তীরচিত্র**

চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে কাজের জটিল পথটি হল (1) → (2) → (3) → (4) → (5) এবং এই পথে কা করলে (১৪ + ৭ + ৪ + ১০) দিন অর্থাৎ মোট ৩৫ দিন সময় লাগে। কিন্তু, (1) → (2) → (4) → (5) পথে কাজ করলে সবচেয়ে কম সময়ে অর্থাৎ (১৪ + ১০ + ১০) দিনে = ৩৪ দিনে কাজটি সম্পন্ন করা যায়

● **সুবিধা (Advantages) ঃ** এই পদ্ধতির সুবিধাগুলি হল ঃ

(i) এটি প্রকল্প পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত পদ্ধতি।
(ii) এই পদ্ধতিতে তীরচিত্রের মাধ্যমে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা করা হয়।
(iii) CPM পদ্ধতি প্রয়োগ করে জানা যায় যে কোন্ পথে কাজ সম্পাদন করলে সবচেয়ে কম সময়ে কাজটি সম্পন্ন করা যাবে। ফলে এই পদ্ধতিতে ব্যয় সংক্ষেপ করা সম্ভব হয়।
(iv) এতে পরিকল্পনার ভুলগুলি সংশোধন করা সম্ভব হয়।

(v) এই পদ্ধতি কার্য-সম্পাদনের অন্তরায় ও জটিল কাজগুলিকে চিহ্নিত করে।
(vi) এতে সংযোজনার ও জাতকরণের কাজ সহজ হয়।
(vii) নতুন পণ্য প্রবর্তন এবং গবেষণামূলক প্রকল্পে এই পদ্ধতি খুবই ফলপ্রসূ।

● **অসুবিধা (Disadvantages) ঃ** এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হল ঃ
(i) শুধুমাত্র বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব।
(ii) কাজের প্রবাহে কোন ভুল থাকলে এই পদ্ধতি তা ধরতে পারে না।
(iii) এতে একঘেয়েমি আসে।
(iv) এটি ব্যয়-বহুল পদ্ধতি।

➢ **৪। ভারসাম্য সারি পদ্ধতি (Line of Balance Method) ঃ** যে-সব বৃহৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে সমগোত্রীয় পরিকল্পনা ও সম্পদ ব্যবহার করে একই ধরনের কাজ বারবার করা হয় সেই ক্ষেত্রে লেখচিত্রের মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এটি প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের একটি গ্রাফিক পদ্ধতি। ১৯৫০ সালে আমেরিকায় এই পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। এই পদ্ধতিতে সময় ও পরিমাণের সম্পর্ক দেখানো হয়। প্রথমে প্রকল্পটির ছোট ছোট কাজগুলিকে নিয়ে একটি তালিকা (list) প্রস্তুত করা হয়। তারপর মোট কাজের বোঝা বা পরিমাণ স্থির করে কাজের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। এরপর কাজের সারির গতি নিরূপণ করা হয় এবং কাজের জায়গার পরিমাণ নির্ধারণ করে কাজের পদ্ধতি স্থির করা হয়।

● **সুবিধা (Advantages) ঃ** এই পদ্ধতির সুবিধাগুলি হল ঃ
(i) এই পদ্ধতি কাজের সময় ও কাজের পরিমাণের সম্পর্ক দেখায়।
(ii) এই পদ্ধতি কাজের ক্ষেত্রগুলিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে।
(iii) এতে সমন্বয়ের কাজ সহজ হয়।

● **অসুবিধা (Disadvantages) ঃ** এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হল ঃ
(i) একজাতীয় উপাদান এবং সমজাতীয় কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয় এরূপ প্রকল্পের ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি কার্যকরী হয়।
(ii) বৃহৎ প্রকল্প ছাড়া এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।
(iii) এটি ব্যয়বহুল পদ্ধতি।
(iv) এতে একই ধরনের কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটে বলে একঘেয়েমির সম্ভাবনা বেশি থাকে।

➢ **৫। কম্পিউটারভিত্তিক প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি (Computer-based Project Planning Method) ঃ** বৃহৎ প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এতে কম্পিউটারের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্যাকেজ তৈরি করে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পদ্ধতি সময়-তালিকার ভিত্তিতে কম্পিউটারের সাহায্যে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করে। তারপর এই তালিকাকে অনুসরণ করে প্রকল্পের কাজকে বাস্তবে রূপায়িত করা হয়। কম্পিউটারভিত্তিক পদ্ধতিতে হার্ডওয়ার এবং সফ্‌টওয়ার উভয়ই ব্যবহার করে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সম্পর্কে জানা যায়, যেমন—কাজের বিবরণ, কাজের সংখ্যা, জটিল কাজ, বিভাগীয় কাজ, ব্যক্তিভিত্তিক ও দলভিত্তিক কাজ, কাজ আরম্ভ ও শেষ করার সময়, মনুষ্যশক্তির ব্যবহার, কাজের ব্যয় ইত্যাদি।

● **সুবিধা (Advantages) ঃ** এই পদ্ধতির সুবিধাগুলি হল ঃ
(i) এই পদ্ধতিতে সময়ভিত্তিক তালিকার সাহায্যে দ্রুত কার্য সম্পাদন সম্ভব হয়।
(ii) কম্পিউটার প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য দ্রুত সরবরাহ করে।
(iii) এতে হিসাব-সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন সহজ হয়।
(iv) কম্পিউটার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার চার্ট, তালিকা, গ্রাফিক চিত্র ইত্যাদি পরিবেশন করে।
(v) এর সাহায্যে প্রয়োজনীয় বিবরণী ও রিপোর্ট প্রস্তুত করা যায়।
(vi) এর সাহায্যে সম্পদের ব্যবহার ও দক্ষতা নিরূপণ করা যায়।

● **অসুবিধা (Disadvantages) ঃ** এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হল ঃ

(i) এটি একটি জটিল প্রযুক্তিগত পদ্ধতি।

(ii) এই পদ্ধতিটি ব্যয়বহুল।

(iii) শুধুমাত্র বড় বড় প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রেই এটি প্রয়োগ করা সম্ভব। ছোট প্রকল্পে এই পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য নয়।

## সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাকে বলে? (What is Feasibility Study ?) ঃ

**কোন প্রকল্প বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার পর তার কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা আছে কিনা তা যাচাই করাকে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা বা সম্পাদনযোগ্যতা সমীক্ষা বলে।** সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় প্রস্তাবিত প্রকল্পটির বিস্তারিত ও সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করতে হয়। এই সমীক্ষার মাধ্যমে প্রকল্পের স্থান বিশ্লেষণ, ব্যয় বিশ্লেষণ, বাজার বিশ্লেষণ, আর্থিক বিশ্লেষণ, প্রযুক্তি বিশ্লেষণ, বাস্তু ও পরিবেশ-সংক্রান্ত বিশ্লেষণ করে প্রকল্পটির মূল্যায়ন করা হয় এবং প্রকল্পটি সম্পাদনযোগ্য কিনা তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

**সংক্ষেপে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা হল প্রকল্পের অবস্থান, বাজার, প্রযুক্তি, লাভজনকতা, বাস্তু ও পরিবেশ-সংক্রান্ত বিশ্লেষণভিত্তিক পুঙ্খানুপুঙ্খ, বিশদ ও সম্পূর্ণ সমীক্ষা।**

কোন অভিজ্ঞ পেশাদারী সমীক্ষা বিশারদ অথবা পেশাদারী সমীক্ষা-পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ করে থাকেন।

## প্রযুক্তিগত, আর্থিক ও বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা (Technical, Financial and Commercial Feasibility) ঃ

প্রকল্প বলতে একটি **কর্মধারাকে** বোঝায়। এই কর্মধারাটি কোন নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে প্রস্তুত করতে হয়। প্রকল্পের ধারণাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে কতগুলি সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ **কার্যপ্রণালী** বা **কর্মপন্থা** স্থির করতে হয়। বিচক্ষণতা ও যুক্তিসঙ্গতভাবে এই ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী বা কর্মপন্থা আগে থেকে স্থির করার কাজকে প্রকল্প পরিকল্পনা বলে। একটি নির্দিষ্ট প্রকল্প নির্বাচন করার পর সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটির বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব কিনা এবং বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ও ফলাফলের বিচারে প্রকল্পটির সম্পাদন যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা কতখানি সে সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য উদ্যোক্তাকে প্রকল্প রূপায়ণের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে হয়। এই **বিস্তারিত বিশ্লেষণ করার কাজকে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা** বলে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় নিম্নলিখিত তিনটি ফলাফলের মধ্যে যে-কোন একটি প্রত্যাশিত—

(i) প্রকল্পটির বাস্তব রূপায়ণ সম্ভবপর,

(ii) প্রকল্পটির বাস্তব রূপয়াণ সম্ভবপর নয়, এবং

(iii) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পটির বাস্তব রূপায়ণ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর নয় কারণ প্রাপ্ত তথ্যগুলি যথেষ্ট নয়।

প্রকল্পটির বাস্তব রূপায়ণ সম্ভবপর হলে এটি গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হল প্রকল্পটি গ্রহণ করা হবে কিনা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের ফলাফল প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুকূল পরিবেশ, প্রকল্পের লক্ষ্য ও প্রকল্পটির মূল্যায়ন সম্পর্কে মন্তব্য সহ রিপোর্টের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয়। একেই **সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন** বলে।

কোন একটি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ যে তিনটি সম্ভাব্যতা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ ও যাচাই করতে হয় সেই তিনটি সম্ভাব্যতা হল ঃ

১। **কারিগরী সম্ভাব্যতা (Technical Feasibility),**

২। **আর্থিক সম্ভাব্যতা (Financial Feasibility),** এবং

৩। **বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা (Commercial Feasibility)**

সম্ভাব্যতার কারিগরী, আর্থিক ও বাণিজ্যিক বিশ্লেষণ নিচে আলোচনা করা হল ঃ

➢ **১। কারিগরী সম্ভাব্যতা (Technical Feasibility) ঃ** কারিগরী সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হল প্রকল্পটি গড়ে তুলতে হলে যে প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও কলাকৌশলের প্রয়োগ করতে হবে তা পাওয়া যাবে কিনা

তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা। প্রকল্পে যে পণ্য বা সেবা উৎপাদন করা হবে তার জন্য কি ধরনের উৎপাদন কৌশল বা প্রক্রিয়া বা উৎপাদন প্রণালী ব্যবহার করতে হবে তা জানা প্রয়োজন। কারিগরী সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণে প্রকল্পের সামগ্রিক নক্শা (design) বিশ্লেষণ করতে হয়। তাছাড়া কারিগরী বিশ্লেষণে আধুনিক গাণিতিক পদ্ধতি, যেমন কাজের মূল্যায়ন ও সমীক্ষা পদ্ধতি (Programme Evaluation and Review Technique বা PERT) ও জটিল পথ পদ্ধতি (Critical Path Method বা CPM) ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক (network) বিশ্লেষণ করতে হয়। এর মাধ্যমে প্রকল্পের সম্পাদন যোগ্যতা সম্পর্কে জানা যায়। কারিগরী বিশ্লেষণে দেখা হয় যে—

(i) উৎপাদনে কি উৎপাদন কৌশল বা প্রণালী ব্যবহার করতে হবে।

(ii) উৎপাদনের জন্য বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক গ্যাস, জল ইত্যাদির কিরূপ প্রয়োজন হবে এবং এগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যাবে কিনা।

(iii) উৎপাদনের জন্য কত সংখ্যক দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ্ ইত্যাদি মানবসম্পদের প্রয়োজন হবে।

(iv) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কি ধরনের কত সংখ্যক যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হবে, যন্ত্রপাতির মান, আকার, নক্শা, মূল্য কিরূপ হবে।

(v) উৎপাদনের জন্য নির্বাচিত প্রযুক্তির ব্যয় কিরূপ হবে।

(vi) উৎপাদনের জন্য বৈদেশিক প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন হবে কিনা। যদি হয় তবে সরকারের কাছ থেকে বৈদেশিক প্রযুক্তি ব্যবহারের অনুমতি কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে, তার আনুমানিক ব্যয় কি হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে।

(vii) প্রযুক্তিগত কাঠামো স্থির করা।

(viii) প্রযুক্তি ব্যবহারের কার্যগত বা নির্বাহ ব্যয় (operation cost) কত হবে, যেমন স্বত্ব-ভাড়া কত দিতে হবে।

(ix) প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য গবেষণার প্রয়োজন হবে কিনা এবং গবেষণাজনিত ব্যয় কত হবে।

কারিগরী সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ প্রকল্পের স্থান, আয়তন, পরিকাঠামোগত সুবিধা ইত্যাদিও বিশ্লেষণ করতে হয়। এই কারণে কারিগরী সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও বিবেচনা করা প্রয়োজন ঃ

(১) কাজের নির্বাচিত কাম্য বা সর্বোত্তম মাত্রা নির্ধারণ করা।

(২) উৎপাদনের উপযুক্ত সর্বোত্তম প্রক্রিয়া বা প্রণালী নির্বাচন করা।

(৩) সামাজিক দিক থেকে নির্বাচিত প্রযুক্তির যথার্থতা বিচার করা।

(৪) উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, শক্তি, অর্থ এবং অন্যান্য উপকরণগুলি (inputs) সহজে পাওয়া যাবে কিনা তা দেখা। এই বিশ্লেষণকে ইন্‌পুট বিশ্লেষণ বলে। এর মাধ্যমে প্রকল্প ব্যয়ের অনুমিত হিসাব প্রস্তুত করে আর্থিক প্রয়োজন নির্ধারণ করা যায়।

(৫) উৎপাদন-সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং ভৌত (physical) সুযোগ-সুবিধার বিশ্লেষণ করা।

(৬) প্ল্যান্ট বা কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণ করা এবং উৎপাদন ক্ষমতার কতটুকু ব্যবহার করা সম্ভব তার উল্লেখ করা।

(৭) প্ল্যান্টের কাম্য আয়তন নির্ধারণ ও প্ল্যান্ট বিন্যাস (layout) করা অর্থাৎ যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম উপযুক্ত জায়গায় স্থাপন করা এবং প্ল্যান্ট স্থাপন ও বিন্যাসের ব্যয় অনুমান করা।

(৮) যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা।

(৯) ইঞ্জিনিয়ারিং-সংক্রান্ত নক্শা ও ব্লু-প্রিন্ট (Blue Print) তৈরি করে বিভিন্ন উৎপাদন বিভাগে সেগুলি পাঠানো এবং কারিগরী কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

(১০) ইন্‌পুট বা উৎপাদনের উপকরণগুলির প্রক্রিয়াকরণ করা এবং যন্ত্রপাতির উপযুক্ত ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বজায় রাখা ও উন্নয়ন করা।

(১১) প্ল্যান্টের ও ব্লু-প্রিন্টের প্রযুক্তিগত উন্নয়নে কারিগরী কাজকর্মের বিশ্লেষণ করতে হয় ও এর অনুমিত ব্যয় নির্ধারণ করতে হয়।

কারিগরী সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের চাহিদাগুলিকে চিহ্নিত করে এবং তার ভিত্তিতে প্রকল্পের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যপূরণের জন্য কাম্য বা সর্বোত্তম প্রযুক্তি নির্বাচন করে। কারিগরী সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের ফলে

উপযুক্ত তথ্য পাওয়া যায় যার ভিত্তিতে প্রকল্পের নক্শা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। প্রকল্পের উৎপাদিত পণ্য বা সেবার চাহিদার ওপর প্রকল্পের আয়তন এবং প্রযুক্তি নির্ভর করে। কারিগরী সাম্ভাব্যতা বিশ্লেষণে মূল উৎপাদন কৌশল বা প্রণালী বা প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় যাতে উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পটির মুনাফাযোগ্যতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

➢ ২। **আর্থিক সম্ভাব্যতা (Financial Feasibility) ঃ** কোন প্রকল্পে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটির আর্থিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ প্রকল্পের আর্থিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্থির করা হয় যে প্রকল্পটি কতটা গ্রহণযোগ্য। আর্থিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হল কোন প্রস্তাবিত প্রকল্পের আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই করা। আর্থিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলি হল ঃ

(১) প্রকল্প ব্যয় অনুমান করা।
(২) প্রকল্পের উৎপাদন (output) থেকে প্রাপ্য সম্ভাব্য রেভিনিউ বা আয়ের অনুমান করা।
(৩) প্রকল্পের স্থায়ী মূলধন, চলতি বা কার্যকরী মূলধন, পৌনঃপুনিক ব্যয় বা উপরি ব্যয় (overhead costs) ইত্যাদি।
(৪) প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মোট তহবিল বা অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা।
(৫) প্রকল্প থেকে উদ্ভূত আয় বা রেভিনিউ যে উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে তা পূরণ করতে সক্ষম কিনা তা নির্ধারণ করা।
(৬) প্রকল্পের বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলি বাছাই করে সঠিক চূড়ান্ত বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
(৭) প্রকল্পের আর্থিক পূর্বানুমান করা।
(৮) সমভঙ্গ বিশ্লেষণ (break-even analysis) ও অনুপাত-বিশ্লেষণের (ratio analysis) মাধ্যমে প্রকল্পের মুনাফাযোগ্যতা নির্ধারণ করা।
(৯) প্রকল্পের ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ (cost-benefit analysis) করা।
(১০) প্রকল্পের উৎপাদনযোগ্য পণ্যের বাজার সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করে রাশিবিজ্ঞানসম্মত (statistical) পদ্ধতির মাধ্যমে আর্থিক সাফল্যের পূর্বানুমান করা।
(১১) প্রকল্পের আর্থিক বিশ্লেষণে অনুমিত হিসাব, নগদ-প্রবাহের প্রয়োজন, অনুমিত মুনাফা বা ক্ষতির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এর জন্য প্রস্তাবিত লাভ-ক্ষতির হিসাব প্রস্তুত করতে হয়।
(১২) প্রকল্পের প্রস্তাবিত সম্পত্তি ও দায় প্রদর্শন করে আর্থিক বিশ্লেষণে একটি প্রস্তাবিত ব্যালান্স শীট প্রস্তুতের প্রয়োজন হয়।
(১৩) প্রকল্পের আর্থিক বিশ্লেষণে অনুমিত মোট অর্থের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে হয় এবং কোন্ কোন্ উৎস থেকে অর্থ বা মূলধন সংগ্রহ করা যেতে পারে তার বিশ্লেষণ করতে হয়, যেমন বীজ মূলধন, প্রারম্ভিক মূলধন, ঝুঁকি মূলধন, সম্প্রসারণ বা প্রসার মূলধনের কতটা ইক্যুইটি বা মালিকানা মূলধনের মাধ্যমে, কতটুকু ঋণ মূলধন অর্থাৎ ডিবেঞ্চার, বন্ড, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, অর্থ-লগ্নিকারী সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে, কতটুকু উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এবং কতটুকু সরকারী অনুদান ও অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে পাওয়া যাবে তা স্থির করতে হয়।
(১৪) নৈর্ব্যক্তিক মান প্রয়োগ করে প্রকল্পের অনুমিত আর্থিক বিবরণীগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে হয় যে প্রকল্পটির আর্থিক সম্ভাবনা প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে কিনা।
(১৫) প্রকল্পের আর্থিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণে একটি অনুমিত আয় বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে যাতে পণ্য বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্য রেভিনিউ, বিক্রীত পণ্যের ব্যয়, উপরি ব্যয়, নির্বাহ-সংক্রান্ত ব্যয় এবং অনুমিত নীট আয় প্রকাশিত হবে।
(১৬) প্রকল্পের আর্থিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণে নগদ-প্রবাহের বাজেট ও মূলধন বাজেট প্রস্তুত করতে হয়। একটি নগদ-প্রবাহের বিবরণী প্রস্তুত করে নগদের অনুমিত অন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহ দেখাতে হয়। তাছাড়া নগদ-বহির্ভূত ব্যয়, ধারে বিক্রয় ইত্যাদির বিষয়ও আর্থিক বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

প্রকল্পের আর্থিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করা হলে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির গ্রহণযোগ্যতা ও মুনাফাযোগ্যতা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

➢ ৩। **বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা (Commercial Feasibility) :** প্রকল্পের বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা হয় যে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বা সাফল্যের মাত্রা কতখানি অর্থাৎ অন্যান্য প্রকল্পের তুলনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পটি থেকে অধিকতর মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে কিনা। প্রকল্পে যে অর্থ বিনিয়োগ করা হবে সেই বিনিয়োগের প্রতিদান বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করতে হয়। মুনাফাযোগ্যতার বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাণিজ্যিক দিকটি উদ্ভাসিত হয়। Pay Back Period বা মূল্য ফেরত সময় পদ্ধতি, নীট বর্তমান মূল্য (Net Present Value) পদ্ধতি, অভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার (Internal Rate of Return) পদ্ধতি, ব্যয়-পরিমাণ মুনাফা বিশ্লেষণ (Cost-Volume Profit Analysis) পদ্ধতি, অনুপাত-বিশ্লেষণ (Ratio-Analysis) পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রকল্পটির মুনাফাযোগ্যতা বা বাণিজ্যিক সাফল্যের পরিমাপ করা হয়। প্রকল্পের বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণে যে-সব বিষয় বিবেচ্য সেগুলি হল :

(১) পণ্যের চাহিদা ও যোগান বিশ্লেষণের মাধ্যমে উৎপাদনযোগ্য পণ্য বা সেবার বাজার সম্ভাবনা যাচাই করা।

(২) সম্ভাব্য খরিদ্দারদের বা ক্রেতাদের চাহিদার পূর্বানুমান করা এবং সেই অনুযায়ী উৎপাদনের মাত্রা স্থির করা।

(৩) বাজার চাহিদার যথাসম্ভব সঠিক অনুমান করা।

(৪) রাশিবিজ্ঞানসম্মত (statistical) পদ্ধতিতে ক্রেতার সংখ্যা, রুচি ও পছন্দ, বাজার প্রতিযোগিতা ইত্যাদির অনুমান করা।

(৫) বাজার সমীক্ষা ও বাজার গবেষণা করে চাহিদার মান ও পরিমাণ নির্ধারণ করা।

(৬) বাজার চাহিদার পরিবর্তনের ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা।

(৭) মূল্যস্তরের পরিবর্তনের সম্ভাবনা গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুমান করা।

(৮) বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণে বাজার পরিকল্পনা করে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের দাম নির্ধারণ, প্রসার কৌশল গ্রহণ, বণ্টন প্রণালী নির্বাচন, বিক্রয়-পরবর্তী সেবা ও নিশ্চয়তা প্রদান, বিপণনে নেতৃত্ব প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলি স্থির করতে হয়।

(৯) বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণে চাহিদার বিশ্লেষণ, চাহিদার ওপর দামের প্রতিক্রিয়া, চাহিদার প্রকৃতি, ধরণ ও অবস্থান, রপ্তানির বাজার, বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে চাহিদার পরিমাণ এবং ধরণ কি হতে পারে তার পূর্বানুমান করতে হয়।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রযুক্তিগত, আর্থিক ও বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করে উদ্যোক্তা বুঝতে পারেন যে প্রকল্পটির গ্রহণযোগ্যতা বা সম্ভাব্যতা কতখানি। সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ হল বিনিয়োগ-পূর্ব (Pre-investment) চূড়ান্ত বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ উদ্যোক্তাকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির প্রযুক্তিগত বা প্রায়োগিক দিক, আর্থিক দিক এবং বাণিজ্যিক সম্ভাবনার দিকটি উদ্ভাসিত হয় এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের ভাল-মন্দ বিচার করে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবে রূপায়িত করা হবে কিনা তার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

## ■ সম্ভাব্যতা পরিকল্পনার উপাদান (Elements of Feasibility Plan) :

সম্ভাব্যতা বলতে বোঝায় কোন কিছুর গ্রহণযোগ্যতা বা কার্যকারিতা বা সম্ভাবনা আছে কিনা তা যাচাই করা এবং পরিকল্পনা বলতে বোঝায় প্রত্যাশিত ফললাভের জন্য বিচক্ষণতার সঙ্গে ভবিষ্যতের কার্যধারা নিরূপণ করা। সুতরাং **সম্ভাব্যতা পরিকল্পনা বলতে বোঝায় কোন প্রকল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বা গ্রহণযোগ্যতার ভবিষ্যৎ কার্যধারা বিচক্ষণতার সঙ্গে স্থির করা।** সম্ভাব্যতা পরিকল্পনার সময় উদ্যোগের পরিকল্পনা-সংক্রান্ত কাজকর্মের সবগুলিই বিবেচনা করতে হয়। সম্ভাব্যতা পরিকল্পনার মাধ্যমে একগুচ্ছ নির্দেশিকা দেওয়া হয় যার মাধ্যমে সম্ভাব্য বিষয়গুলির সমাধানের উপায় স্থির করা যায়। সম্ভাব্যতা পরিকল্পনা উদ্যোক্তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। একটি উত্তম সম্ভাব্যতা পরিকল্পনার প্রধান প্রধান উপাদানগুলি হল :

➢ ১। **প্রস্তাবিত উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Short description of the proposed Venture) :** এটি একটি কার্যনির্বাহের বিবরণ যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে—

(ক) নতুন উদ্যোগের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য,

(খ) কোন্ পণ্য বা সেবা উৎপাদন ও বিক্রি করা হবে তার বিশদ বিবরণ,
(গ) পণ্যের বা সেবার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাজারের আয়তন, ভৌগোলিক অবস্থান এবং খরিদ্দারদের ক্রয়ক্ষমতা, চাহিদা, রুচি ও পছন্দের বিবরণ,
(ঘ) উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল উদ্যোক্তা ও অন্যান্য কর্মীদের বিবরণ,
(ঙ) উদ্যোগ শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমিত অর্থ, লাভ-ক্ষতির অনুমিত হিসাব, নগদ-প্রবাহের প্রয়োজন ইত্যাদি।

➢ **২। উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানের কারবারের বর্ণনা (Business description of the Venture) ঃ** এতে উদ্যোগটির কারবারের প্রধান প্রধান বিষয়ের বিশদ বিবরণ উল্লেখ করা হয়।

➢ **৩। পণ্য ও সেবার বিবরণ (Description of Product and Service) ঃ** এক্ষেত্রে পরিকল্পনায় পণ্য ও সেবার ধারণা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এতে পণ্য ও সেবার অনুপুঙ্খ বিবরণ, প্রয়োজন, গুণাগুণ, ব্যবহারের পদ্ধতি, কারিগরী তথ্য ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়।

➢ **৪। বাজারজাতকরণের বিবরণ (Marketing Description) ঃ** এতে পণ্যের বাজারজাতকরণের বিশদ বিবরণ দেওয়া থাকে, যেমন—(i) বাজার গবেষণা ও বিশ্লেষণ-সংক্রান্ত বিষয়, (ii) সম্ভাব্য খরিদ্দারগণের বয়স, লিঙ্গ, পেশা, অবস্থান, পারিবারিক আয় ইত্যাদি, (iii) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাজারের সুযোগ, (iv) প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত করে বাজারে প্রতিযাগিতার মাত্রা, (v) সুসংবদ্ধভাবে বাজারের অবস্থান সম্পর্কে অনুমান, (vi) বাজার স্থান বা অবস্থান, (vii) পণ্যের স্বাভাবিক বাজার দাম,.মূল্য নীতি, মূল্য কৌশল, বাট্টা পদ্ধতি, ধারে বিক্রয়ের নীতি ও শর্ত, (viii) পণ্য বণ্টন পদ্ধতি, (ix) প্রত্যাশিত বিক্রির পরিমাণ ও বিক্রয় থেকে প্রত্যাশিত আয়ের পরিমাণ, ইত্যাদি।

➢ **৫। বাজার পরিকল্পনা (Market Plan) ঃ** সম্ভাব্যতা পরিকল্পনায় বিপণন-সংক্রান্ত কাজ ও কৌশলের বিবরণ দেওয়া হয়। এতে (i) পণ্যের পাইকারী ও খুচরা দাম, মূল্য তালিকা, ধারে বিক্রির শর্ত ইত্যাদি দিতে হয়, (ii) বিক্রয় সম্প্রসারণ কৌশল, বিজ্ঞাপন, জনসম্পর্ক ইত্যাদির বিবরণ দিতে হয়, (iii) পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী ও অন্যান্য মধ্যস্থ কারবারীদের মাধ্যমে বণ্টন প্রণালীর বিবরণ দিতে হয়, (iv) বিক্রয়-পরবর্তী সেবার ও ওয়ারেন্টির (warranty) বিবরণ দিতে হয়, (v) বিপণন ব্যবস্থা ও বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিবরণ দিতে হয়।

➢ **৬। উৎপাদন পরিকল্পনা (Production Plan) ঃ** পণ্য উৎপাদনের জন্য সম্ভাব্যতা পরিকল্পনায় উৎপাদন পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ দিতে হয়। এতে থাকে (i) উৎপাদনের জন্য কারখানার স্থানের ও অন্যান্য ভৌত সুযোগ-সুবিধার যেমন ইন্‌পুট বা উপকরণের বিবরণ, (ii) কাঁচামাল মজুতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার বিবরণ, (iii) প্রয়োজনীয় দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যার উল্লেখ, (iv) পণ্য সংরক্ষণ ও পণ্য পরিবহণের বিবরণ, (v) উৎপাদন ও মজুত সম্পর্কিত আইনগত ও বীমা-সংক্রান্ত বিবরণ ইত্যাদি।

নিচে সম্ভাব্যতা পরিকল্পনার উপাদানগুলি চার্টের মাধ্যমে দেখানো হল ঃ

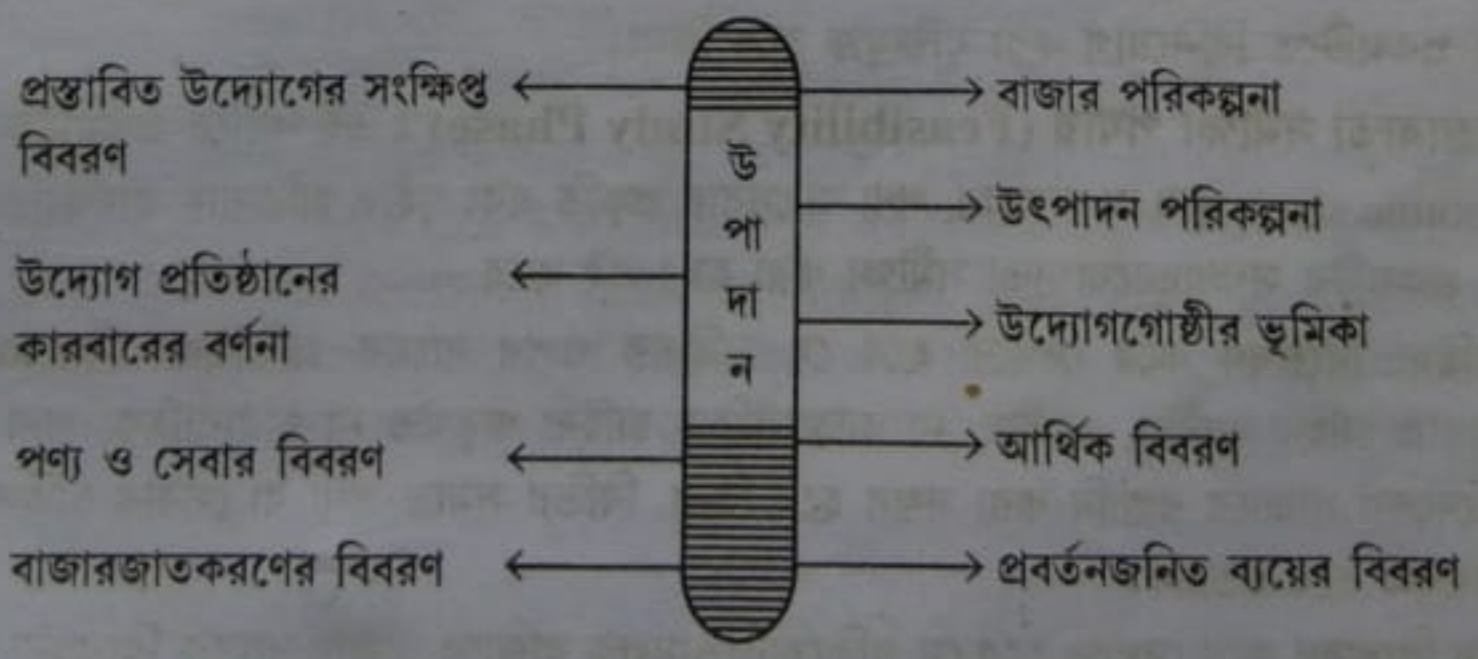


➢ **৭। উদ্যোক্তাগোষ্ঠীর ভূমিকা (Entrepreneurial Team) ঃ** সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় প্রত্যেক উদ্যোক্তার অতীত কার্যকলাপের সাফল্য, বর্তমান ক্ষমতা, গুণাগুণ ও ঝুঁকিবহনের ক্ষমতা উল্লেখ করতে হবে।

➢ ৮। **আর্থিক বিবরণ (Financial Description) ঃ** সম্ভাব্যতা পরিকল্পনায় উদ্যোগ-সম্পর্কিত যে-সব আর্থিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হয় সেগুলি হল ঃ (i) অর্থ সংগ্রহ ও অর্থের ব্যবহার বা বিনিয়োগ, (ii) অনুমিত আয়ের বিবরণ বা অনুমিত লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে অনুমিত নীট আয়ের পরিমাণের উল্লেখ, (iii) অনুমিত নগদ-প্রবাহের বিবরণ, (iv) প্রস্তাবিত লাভ-ক্ষতির বিবরণ, (v) প্রস্তাবিত ব্যালান্স শীট, (vi) সমভঙ্গ-বিন্দু বিশ্লেষণ (break-up analysis) ইত্যাদি।

➢ ৯। **প্রবর্তনজনিত ব্যয়ের বিবরণ (Description of Promotional Costs) ঃ** উদ্যোগ প্রবর্তনের জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়। এই সময়ে যে-সব খরচ হবে সম্ভাব্যতা পরিকল্পনায় সেগুলি উল্লেখ করতে হবে। এইসব খরচগুলি হল ঃ (i) কর্মীদের বেতন বাবদ খরচ, (ii) সুযোগ বিশ্লেষণ ব্যয়, (iii) কাঁচামালের উৎস অনুসন্ধানের ব্যয়, (iv) গবেষণাজনিত ব্যয়, (v) উপরি ব্যয় (overhead cost) ইত্যাদি।

## ■ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কিভাবে করতে হয়? বা সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কার্য পরিচালনা কৌশল (How to conduct Feasibility Study ? Or Techniques of Conducting Feasibility Study) ঃ

**পিট (*Peat*), মারউইক (*Marwick*), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান** এবং **ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের** প্রকাশিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কৌশল পুস্তিকায় কিভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করতে হয় তার রূপরেখা দেওয়া আছে। **ইউনাইটেড নেশানস্ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেসন** সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পুস্তিকা প্রকাশ করে কিভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করতে হয় তার নির্দেশিকা বা গাইডলাইনস্ দিয়েছে। এই নির্দেশিকায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার চারটি পর্যায় নির্দেশ করা হয়েছে। এই চারটি পর্যায় হল ঃ

**১। প্রাক্-বিনিয়োগ পর্যায়; ২। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পর্যায়; ৩। বাস্তবায়ন পর্যায়** এবং **৪। কাজকর্ম পর্যায়।**

এই চারটি পর্যায় নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল ঃ

➢ **১। প্রাক্-বিনিয়োগ পর্যায় (Pre-investment Phase) ঃ** এই পর্যায়টি প্রকল্পের প্রস্তাব উত্থাপনের পর্যায়। এই পর্যায়ে—(i) বিনিয়োগের সুযোগ চিহ্নিত করা হয়; এগুলির গ্রহণযোগ্যতা বিচার করা হয়, চাহিদা ও যোগানের অনুমান করা হয়, পণ্য ও সেবার আমদানি-রপ্তানির সম্ভাবনা বিবেচনা করা হয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সহজলভ্য হবে কিনা তার অনুসন্ধান করা হয়।

(ii) প্রকল্প-সংক্রান্ত কাজকর্ম বিশ্লেষণ করে দেখা হয় যে এর সম্ভাব্যতা আছে কিনা। যদি প্রকল্পটি ইতিবাচক হয় তবে এর রূপায়ণের আগে কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা প্রয়োজন তা নিরূপণ করা হয়।

প্রাক্-বিনিয়োগ পর্যায়ে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, আয়তন, পণ্য ও সেবার চাহিদা, উৎপাদন কৌশল, সম্পদের সহজলভ্যতা, আর্থিক পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যয় ও প্রকল্পের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করতে হয়। এই পর্যায়ে জাতীয়, বাস্তুরীতি ও পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকল্পটি সুবিধা ও সমীক্ষা করতে হয়। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় কারণ এই পর্যায়ের বিশ্লেষণের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে প্রকল্পটিতে বিনিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা।

➢ **২। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পর্যায় (Feasibility Study Phase) ঃ** এই পর্যায়ে প্রকল্পটির অর্থনৈতিক আয়তন (economic size), স্থান বা অবস্থান, পণ্য বা সেবার প্রকৃতি এবং গৃহীত প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা পরিমাপ করা হয় এবং প্রকল্পটির সম্পাদনযোগ্যতা সমীক্ষা করা হয়। এই স্তরে—

(১) **চাহিদা বিশ্লেষণ** করে দেখতে হবে যে চাহিদার ওপর দামের প্রতিক্রিয়া কিরকম, পণ্য বা সেবার চাহিদা স্থানীয়, জাতীয়, না আন্তর্জাতিক চাহিদা ঋতুগত না ধারাবাহিক, পণ্য বা সেবাটি বিদেশের বাজারে রপ্তানি করা সম্ভব হবে কিনা, বিভিন্ন সময়ে পণ্য বা সেবার চাহিদার পরিমাণ কিরকম হবে ইত্যাদি।

(২) **দাম বিশ্লেষণ** করে দেখতে হবে যে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বাজার দামকে বিবেচনা করা হয়েছে কিনা, দামের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বিবেচনা করে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা এবং সম্ভাব্য সস্তা দামে পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা।

(৩) **কারিগরী বিশ্লেষণ** করে দেখতে হবে যে কারিগরী উন্নয়ন ও প্রক্রিয়া উন্নয়নে সম্পদের প্রাপ্যতা, ইঞ্জিনিয়ারিং-সংক্রান্ত বিষয়, কারিগরী নক্‌শা, কারখানার স্থান নির্বাচন, কারখানার বিন্যাস ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণের অনুকূল কিনা।

(৪) **প্রকল্পের অবস্থান বিশ্লেষণ** করে কারখানার স্থান নির্বাচনে কারিগরী ও অর্থনৈতিক বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে কিনা এবং বেকার সমস্যা ও আঞ্চলিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিনা তা সমীক্ষা করতে হবে।

(৫) **ব্যয় বিশ্লেষণ** করে প্রকল্পটির স্থায়ী মূলধনী ব্যয়, কার্যকরী-মূলধনী ব্যয়, রেভিনিউ ব্যয়, মুনাফার অনুমান, নগদ প্রবাহের গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি সমীক্ষা করতে হবে। এই বিশ্লেষণে ঝুঁকির উপাদান এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবও সমীক্ষা করা প্রয়োজন।

(৬) **লাভজনকতার বিশ্লেষণ** করে দেখতে হবে যে প্রকল্পটি বাণিজ্যিক দিক থেকে কতখানি লাভজনক। এই বিশ্লেষণে বিনিয়োগের ওপর আয়ের হার অনুমান করতে হয় এবং প্রকল্পটির মুনাফাযোগ্যতা নির্ধারণ করতে হয়।

(৭) **জাতীয় আর্থিক সুবিধা বিশ্লেষণ** করে দেখতে হবে যে প্রকল্পটি যে-সব জাতীয় সম্পদ ব্যবহার করবে তার ব্যয় ও প্রকল্প থেকে অর্জিত জাতীয় আয়ের মধ্যে সঙ্গতি আছে কিনা, প্রকল্পটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম কিনা, প্রকল্পটি আঞ্চলিক শিল্পোন্নয়নে কতটা সাহায্য করবে এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কোন সুবিধা দিতে পারবে কিনা।

➢ **৩। বাস্তবায়ন পর্যায় (Implementation Phase) ঃ** প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করার পর যদি প্রকল্পটির কারিগরী ও বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা ইতিবাচক বলে মনে করা হয় এবং প্রকল্প রূপায়ণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বা কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

বাস্তবায়ন পর্যায়ের প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রকল্পটির ইঞ্জিনিয়ারিং নক্‌শা প্রস্তুতকরণের মাধ্যমে। প্রকল্পটি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রকল্পের সঙ্গে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করতে হয়। এই পর্যায়ে প্রকল্পের কাজগুলি সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করাও প্রয়োজন। প্রকল্পের জন্য অর্থ সংগ্রহের চুক্তি, প্রযুক্তি বা কারিগরী-সংক্রান্ত চুক্তি, কারখানা বা প্ল্যান্ট নির্মাণের চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদন করা বাস্তবায়ন পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যে-সব কর্মী ও ইঞ্জিনিয়াররা প্রকল্পের কাজকর্ম সম্পাদন করবেন তাঁদের নতুন প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দিতে হবে। এর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকল্পের কাজকর্ম আরম্ভের আগেই কারখানা তৈরি করে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ ও স্থাপন (installation) করতে হয়। যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন সেগুলির বিন্যাস (layout) নক্‌শা অনুযায়ী হয়। যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম বসানোর কাজ সম্পন্ন হলেই প্রকল্পটির বাস্তবায়নের কাজ সম্পূর্ণ হয়। এরপর প্রকল্পটি পরিকল্পনায় নির্দেশিত প্রযুক্তি-কৌশল অনুসরণ করে উৎপাদনের কাজ শুরু করে।

➢ **৪। কাজকর্মের পর্যায় (Operation Phase) ঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়ে কারখানায় যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম বসানোর কাজ শেষ করা হয় অর্থাৎ প্ল্যান্ট স্থাপনের পর্যায়টি হল বাস্তবায়নের পর্যায়। যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম বসানোর কাজ শেষ হলে অর্থাৎ প্ল্যান্ট স্থাপন করার পর প্রকল্পের কাজকর্ম আক্ষরিক অর্থে শুরু হয়। এই পর্যায়টিকে কাজকর্মের পর্যায় আখ্যা দেওয়া হয়। নতুন যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করে প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করলে মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বেশি হয় না। তবে যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিতভাবে যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের সার্ভিসিং (servicing) এবং মেরামতির প্রয়োজন। এতে প্রকল্পটির উৎপাদিকাশক্তি বজায় থাকে এবং উন্নত গুণমানের পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। প্রকল্পটির স্বল্পকালীন উদ্দেশ্য পূরণ করার পর উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, বিক্রয় বৃদ্ধি ও মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ও উৎপাদন কৌশলের উন্নয়ন প্রয়োজন হয়। প্রকল্প পরিকল্পনায় দীর্ঘকালীন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় সে বিষয়টিও বিবেচনা করতে হয়।

## ■ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদন (Feasibility Study Report) ঃ

### ● সংজ্ঞা ও ধারণা (Definition and Concept) ঃ

প্রকল্প রূপায়ণের বাস্তব সম্ভাবনা, লাভজনকতা ও গ্রহণযোগ্যতা সমীক্ষা করার পর সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা বা সম্পাদনযোগ্যতার ওপর যে প্রতিবেদন বা রিপোর্ট পেশ করা হয়, তাকেই সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন বলে।

প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে **সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদন** প্রস্তুত করা হয়। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ের কাজকর্ম সম্পাদন করা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদনটি যদি প্রকল্পটির সম্পাদনযোগ্যতা প্রতিকূল বলে নির্দেশ করে তবে প্রকল্পটি সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রকল্পটির সম্পাদনযোগ্যতার বা সম্ভাব্যতার সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্য করলে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় এবং **প্রকল্প পর্যালোচনা প্রতিবেদন** প্রস্তুত করা হয়। পর্যালোচনা প্রতিবেদনে প্রকল্পের শিল্প বিশ্লেষণ, বিকল্প বিশ্লেষণ, প্রায়োগিক (technical) সম্ভাবনা বিশ্লেষণ, আর্থিক বিশ্লেষণ, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বিশ্লেষণ, সামাজিক ও জাতীয় সুবিধার বিশ্লেষণ ইত্যাদির ফলাফল নির্দেশ করা হয় এবং বিশ্লেষিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পটি ভালমন্দের দিকগুলি বিচার করা হয়। সাধারণত কোন অভিজ্ঞ পেশাদারী সমীক্ষকের দ্বারা অথবা পেশাদারী পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

## ■ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু (Contents of Feasibility Study Report) ঃ

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার রিপোর্ট বা প্রতিবেদনে যে-সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেগুলি হল ঃ

(১) প্রকল্পটির নাম ও প্রকল্প গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম।
(২) উদ্যোক্তা বা উদ্যোগের নাম ও পরিচয়।
(৩) প্রতিষ্ঠানটির কাজের প্রকৃতি।
(৪) প্রকল্পটির লক্ষ্য, বৈশিষ্ট্য ও কাজ।
(৫) প্রকল্পে ব্যবহৃত উৎপাদন প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তি-বিষয়ক বিবরণ।
(৬) প্রকল্পে বিদেশী প্রযুক্তির প্রয়োজন হলে তার বিশদ বিবরণ এবং প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ।
(৭) প্রকল্প ব্যয় এবং স্থায়ী ও কার্যকরী মূলধনের নির্ধারিত পরিমাণ।
(৮) উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের বিবরণ এবং সংগ্রহের উৎস।
(৯) উৎপাদনযোগ্য পণ্যের ব্যবহার, গুণমান ও পরিমাণ।
(১০) উৎপাদনে যে-সব যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন সেগুলির বিবরণ।
(১১) উৎপাদনে প্রয়োজনীয় ইঞ্জিনীয়ার, কারিগর, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা ও বিবরণ।
(১২) উৎপাদন প্রক্রিয়ার নক্শার বিবরণ ও কার্যকারিতা।
(১৩) অনুমিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং ব্যবহারযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাণ।
(১৪) প্রয়োজনীয় অর্থ-সংস্থানের বিভিন্ন উৎস।
(১৫) প্রকল্প স্থাপনের ও উৎপাদনের পরিকাঠামোগত এবং বাস্তুরীতি ও পরিবেশগত সুবিধার বিবরণ।
(১৬) পণ্যের বাজার চাহিদার অনুমিত পরিমাণ, পণ্য বিপণনের পরিকল্পিত পদ্ধতি, বৈদেশিক বাজারের ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনার বিবরণ।
(১৭) প্রকল্পের বাণিজ্যিক সাফল্যের সম্ভাবনা ও মুনাফা অর্জনের ক্ষমতার বিবরণ ইত্যাদি।

## ■ সম্ভাব্যতা প্রতিবেদনের নমুনা (Specimen of a Feasibility Report) ঃ

সম্ভাব্যতা প্রতিবেদনে জানানো হয় যে কোন প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবে রূপায়ণ করা সম্ভব কিনা এবং লাভজনক কিনা। এতে প্রকল্পের ধারণা, সংগঠন, পরিবেশ, উদ্দেশ্য, সিদ্ধান্ত, সুপারিশ, আর্থিক প্রয়োজনীয়তার যৌক্তিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত জানানো হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সম্ভাব্যতা প্রতিবেদনের একটি নমুনা নিচে দেওয়া হল ঃ

১। প্রকল্পের নাম, বর্ণনা, শ্রেণীগত মর্যাদা, সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ব্যয় ইত্যাদির বিবরণ ঃ
২। বাজার চাহিদার মাত্রা, গতি-প্রকৃতি ও স্থায়িত্ব, বাজারের অবস্থান, পণ্যের প্রচলিত বাজার দাম, বিক্রয়ের পূর্বানুমান ইত্যাদির বিবরণ ঃ
৩। প্ল্যান্ট বা কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ঃ

৪। উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের, যেমন—কাঁচামাল সংগ্রহ, শুল্ক ভাড়া ও বীমার ব্যয়, শ্রমের veness প্রযুক্তিগত ব্যয়, কারখানা স্থাপন বা বাড়ি নির্মাণের ব্যয়, যন্ত্রপাতি ক্রয়জনিত ব্যয়, প্রাথমিক ব্যয়, কার্যকরী বা চলতি মূলধনজনিত ব্যয়, মোট ব্যয় ইত্যাদি ঃ

৫। অর্থ-সংস্থানের উৎসের বিবরণ, যেমন মালিকানা ও ঋণ মূলধনের উৎস ঃ

৬। বিক্রয়লব্ধ আয় ঃ

৭। মুনাফাযোগ্যতার সম্ভাবনা ঃ

৮। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনুমতি বা ছাড়পত্র, বিদ্যুৎ পর্ষদের ছাড়পত্র, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্র, শিল্প লাইসেন্স, রাজ্য শিল্প নিগমের অনুমতিপত্র, আমদানি-রপ্তানির লাইসেন্স, শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি বিক্রির জন্য SEBI-র অনুমতিপত্র, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রাপ্রাপ্তির অনুমোদনপত্র ইত্যাদির বিবরণ ঃ

স্থান .....  .....

তারিখ .....  স্বাক্ষর

## ■ প্রকল্প প্রতিবেদন (Project Report) ঃ

### ● সংজ্ঞা (Definition) ঃ

**কতকগুলি রীতিবদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। অনুসরণীয় পদ্ধতিগুলির কাজ সম্পাদন করার পর তার ফলাফলের ভিত্তিতে যে সম্পূর্ণ প্রতিবেদন বা রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয় তাকে প্রকল্প প্রতিবেদন বা প্রজেক্ট রিপোর্ট বলে।** সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন ও প্রকল্প পর্যালোচনা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এটি প্রস্তুত করা হয়। কোন অভিজ্ঞ সমীক্ষক বা পেশাদারী পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান বা সমীক্ষা বিশারদ প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করে। প্রকল্প প্রতিবেদন বা প্রজেক্ট রিপোর্টকে প্রকল্প মূল্যায়নের প্রতিবেদনও বলে কারণ এই প্রতিবেদনে প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকটি গভীর ও বিশদভাবে মূল্যায়ন করা হয় এবং তার ওপর মন্তব্য করা হয়।

যখন কোন নতুন উদ্যোগ ব্যাঙ্ক, অর্থ-লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কাছে অর্থ-সংস্থানের জন্যে ঋণ গ্রহণের আবেদন জানায় অথবা সরকারের কাছে উদ্যোগ স্থাপনে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা পাবার জন্য আবেদন জানায়, তখন নতুন উদ্যোগটিকে প্রকল্প প্রতিবেদন বা প্রজেক্ট রিপোর্ট জমা দিতে হয়।

## ■ প্রকল্প প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু (Contents of Project Report) ঃ

নতুন উদ্যোগের প্রকল্প প্রতিবেদনে যে-সব তথ্য বা বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করতে হয় সেগুলি হল ঃ

(১) উদ্যোগটির নাম, অবস্থান, ঠিকানা ও উদ্দেশ্য।

(২) উদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তাদের নাম, ঠিকানা, পেশা ও বিবরণ।

(৩) উদ্যোগটির সাংগঠনিক রূপ।

(৪) উদ্যোগের প্রস্তাবিত কাজের প্রকৃতি ও বিবরণ।

(৫) উদ্যোগটির ব্যবসা-বিষয়ক তথ্য।

(৬) যে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লেনদেন হবে তার নাম।

(৭) উৎপাদনযোগ্য পণ্য ও সেবার বিবরণ।

(৮) গৃহীত পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট ইত্যাদির উল্লেখ।

(৯) পণ্যমূল্য নির্ধারণের নীতি।

(১০) উৎপাদন প্রক্রিয়া, ব্যবহার্য প্রযুক্তি, প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ক্ষমতা ও ব্যবহার্য উৎপাদন ক্ষমতার বিশদ বিবরণ।

(১১) প্রয়োজনীয় কাঁচামালের পরিমাণ ও কাঁচামাল প্রাপ্তির উৎসের বিবরণ।

(১২) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের বিবরণ।

(১৩) ইঞ্জিনিয়ার, কারিগর, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন ও প্রাপ্তির উৎস।

(১৪) উৎপাদনের পরিকাঠামোগত এবং বাস্তুরীতি ও পরিবেশগত সুবিধার বিবরণ।
(১৫) পণ্য ও সেবার সম্ভাব্য বাজার, চাহিদা ও প্রত্যাশিত বিক্রয়ের পরিমাণ।
(১৬) সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার বিবরণ।
(১৭) বিপণন পদ্ধতির ও বিপণন কৌশলের বিবরণ।
(১৮) বিক্রয় বৃদ্ধির কৌশল ও নতুন বাজার সৃষ্টির পরিকল্পনা।
(১৯) মোট প্রকল্প ব্যয়, স্থায়ী ও কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা এবং সংস্থানের উৎস।
(২০) অনুমিত বিক্রয় আয়ের ও ব্যয়ের পরিমাণ।
(২১) মূলধনের ওপর প্রতিদানের অনুমিত হার।
(২২) কত পণ্য বিক্রি হলে লাভ বা ক্ষতি হবে না অর্থাৎ Break Even অবস্থা।
(২৩) প্রস্তাবিত নগদ প্রবাহের বিবরণী।
(২৪) উদ্যোগের প্রস্তাবিত মুনাফাযোগ্যতা।
(২৫) বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকি-সংক্রান্ত তথ্য, যেমন—বাজারের ঝুঁকি, কাঁচামাল সংগ্রহের ঝুঁকি, প্রযুক্তিগত ঝুঁকি, মূলধন সংগ্রহের ঝুঁকি ইত্যাদি।

## ■ প্রকল্প প্রয়োগের বিভিন্ন স্তর (Stages involved in Project Implementation) ঃ

কোন প্রকল্প গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই প্রকল্পটির পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। তারপর প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করতে হয়। সমীক্ষার পর সম্ভাব্যতার প্রতিবেদন পেশ করতে হয় এবং তারপর প্রকল্পটির বাস্তব প্রয়োগ করতে হয়। প্রকল্প প্রয়োগের সময় যে যে পর্যায় বা স্তর বা ধাপ অনুসরণ করতে হয় সেগুলি হল ঃ

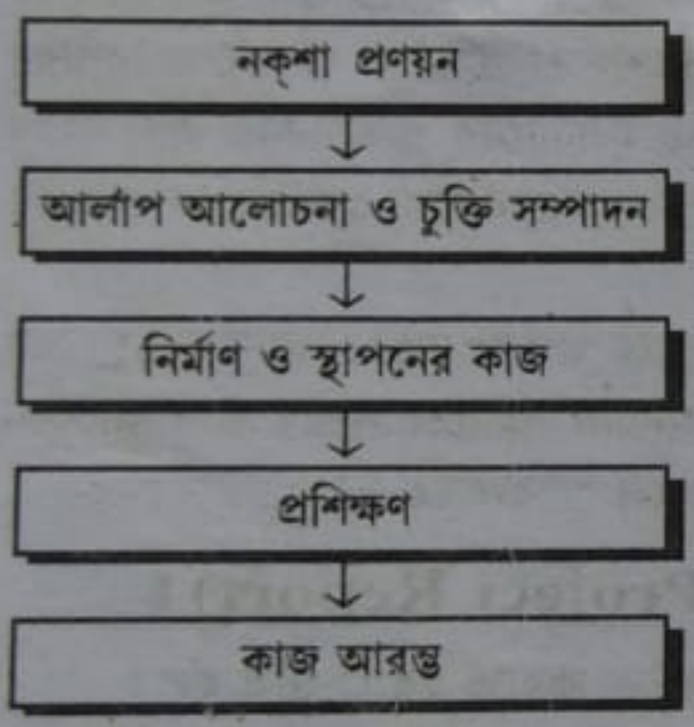

*প্রকল্প প্রয়োগের বিভিন্ন স্তর*

➢ **১। নক্শা প্রণয়ন (Preparation of Designs) ঃ** কোন প্রকল্পের বাস্তব প্রয়োগের সময় প্রথম কাজ হল প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরী নক্শা প্রস্তুত করা। প্রকল্পের নক্শাগুলিকে ব্লু-প্রিন্টে (Blue print) রূপান্তরিত করতে হয়। ব্লু-প্রিন্ট অনুযায়ী প্ল্যান্ট স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় করতে হয়।

➢ **২।আলাপ-আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদন (Negotiation and Contract) ঃ** কোন প্রকল্প বাস্তবে প্রয়োগের সময় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা চালাতে হয় এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য যে-সব সম্পদ বা উপকরণের প্রয়োজন হয় সেই সম্পদ সরবরাহকারীদের সঙ্গে, যেমন আর্থিক সংস্থা, প্রযুক্তি সরবরাহকারী বা উপদেষ্টা সংস্থা, কাঁচামাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতে হয়।

➢ **৩। নির্মাণ ও স্থাপনের কাজ (Construction and installation Works) ঃ** এরপর কারখানা বা প্ল্যান্ট, বাড়ি ও অফিস, গুদামঘর ও মজুতঘর তৈরির ব্যবস্থা করতে হয় এবং যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম বসানোর কাজ করতে হয়।

➢ **৪। প্রশিক্ষণ (Training) ঃ** নতুন প্রকল্পের যে-সব শ্রমিক, কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিবিদেরা কাজ করবেন তাঁদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

➢ **৫। কাজ আরম্ভ (Starting of Work) ঃ** কারখানা বা প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ শেষ হলে উপকরণগুলি ব্যবহার করে উৎপাদনের কাজ শুরু করা হয়। কাঁচামাল, শ্রম এবং যন্ত্রপাতির উপযুক্ত ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হয় এবং পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে হয়। যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং কাঁচামাল ও শ্রমের অপচয় বন্ধ করে প্রকল্পটির মুনাফাযোগ্যতা বৃদ্ধি করাও এই স্তরের অন্যতম কাজ।

## ■ প্রকল্পের কার্যকারিতার পরিমাপ (Measurement of Effectiveness of a Projéct) ঃ

কোন প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পর মাঝে মাঝে প্রকল্প পরিকল্পনা ও রূপায়ণ ফলপ্রসূ বা কার্যকরী হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য কিছু মানদণ্ড (criterion) ব্যবহার করা হয়। যে সব মানদণ্ড ব্যবহার করে প্রকল্পের কার্যকারিতার পরিমাপ করা হয় সেগুলি নিচে আলোচনা করা হল ঃ

➢ ১। **কার্যকারিতা ও উন্নয়নের ভিত্তিতে পরিমাপ (Measurement on the basis of Effectiveness and Development) ঃ** প্রকল্পের কার্যকারিতা ও উন্নয়নের পরিমাপ করার জন্য নিম্নলিখিত সূত্র (formula) ব্যবহার করা হয় ঃ

$$\frac{\text{নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কাজের পরিমাপ}}{\text{নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত কাজের পরিমাণ}} \geq \overset{*}{১}$$

* সম্পাদিত ও প্রস্তাবিত কাজের পরিমাণ সমান হলে বা সম্পাদিত কাজের পরিমাণ বেশি হলে প্রকল্পটি কার্যকর হবে।

➢ ২। **উন্নয়নের কার্যকারিতার ভিত্তিতে পরিমাপ (Measurement on the basis of Effectiveness of Development) ঃ** এই ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করে প্রকল্পটির উন্নয়নের কার্যকারিতা পরিমাপ করা হয় ঃ

$$\frac{\text{সম্পাদিত কাজের পরিমাণ}}{\text{প্রস্তাবিত কাজের পরিমাণ}} \geq \overset{*}{১}$$

* সম্পাদিত কাজের পরিমাণ প্রস্তাবিত কাজের পরিমাণের সমান হলে বা সম্পাদিত কাজের পরিমাণ বেশি হলে প্রকল্পটি কার্যকর হবে।

➢ ৩। **সম্পদ ব্যবহারের ভিত্তিতে পরিমাপ (Measurement on the basis of Resource Utilisation) ঃ** সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে সম্পদ ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা পরিমাপ করার জন্য নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করা হয় ঃ

$$\frac{\text{প্রকৃত সম্পাদিত কাজ}}{\text{প্রকৃত ব্যয়}} \geq \frac{\text{প্রস্তাবিত বা পরিকল্পিত কাজ}}{\text{প্রস্তাবিত বা পরিকল্পিত ব্যয়}}$$

➢ ৪। **সময় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে পরিমাপ (Measurement of the basis of Time and Cost) ঃ** নির্ধারিত সময় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে প্রকল্পের কার্যকারিতা পরিমাপ করার সময় নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করা হয় ঃ

$$\text{প্রকল্প-মর্যাদা সূচক} = \frac{\text{নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কাজ}}{\text{নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত কাজ}} \times \frac{\text{প্রস্তাবিত বা পরিকল্পিত ব্যয়}}{\text{প্রকৃত ব্যয়}} \geq \overset{*}{১}$$

* সূচকটি ১ হলে বোঝা যাবে যে পরিকল্পনা-মাফিক কাজ হয়েছে। সূচকটি ১-এর বেশি হলে বুঝতে হবে যে প্রকৃত কাজ প্রত্যাশিত কাজের চেয়ে বেশি হয়েছে।

➢ ৫। **কাজের গুণগত মানের ভিত্তিতে পরিমাপ (Measurement on the basis of Quality of Work) ঃ** কাজের গুণগত মানের ভিত্তিতে প্রকল্পের কার্যকারিতা পরিমাপের ও প্রকল্পের আর্থিক মূল্যায়নের সূত্রটি হল ঃ

$$\text{গুণগত সূচক} = \frac{\text{নতুন করে বা পুনরায় কাজের জন্য ব্যয় + নিকৃষ্ট বা খারাপ কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ}}{\text{প্রকল্পের মোট ব্যয়}}$$

➢ ৬। **মুনাফাযোগ্যতার ভিত্তিতে পরিমাপ (Measurement on the basis of Profitability) ঃ** মুনাফাযোগ্যতার ভিত্তিতে প্রকল্পের কার্যকারিতা পরিমাপে তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এইসব পদ্ধতিগুলি নিচে আলোচনা করা হল ঃ

**(i) পে-ব্যাক বা মূল্য ফেরত সময় পদ্ধতি (Pay-Back Period Method) ঃ**

$$\text{পে-ব্যাক বা মূল্য ফেরত সময়} = \frac{\text{প্রকল্পটির বিনিয়োগ}}{\text{প্রকল্প থেকে স্থির বার্ষিক নগদ প্রাপ্তি}}$$

ধরা যাক, প্রকল্পটির বিনিয়োগ = ১,০০,০০০ টাকা,
প্রকল্প থেকে স্থির বার্ষিক নগদ প্রাপ্তি = ২০,০০০ টাকা।

$\therefore$ **Pay-Back Period** = $\frac{১,০০,০০০ \text{ টাকা}}{২০,০০০ \text{ টাকা}}$ = ৫ বছর অর্থাৎ ৫ বছরের মধ্যে বিনিয়োজিত মূলধন ফেরৎ আসবে। Pack-Back Period যত কম হবে প্রকল্পটি তত লাভজনক হবে।

কিন্তু যদি বার্ষিক নগদ প্রবাহের পরিমাণ স্থির না হয়, তবে উপরিউক্ত সূত্রটি Pay-Back Period বার করার সময় প্রয়োগ করা যায় না। ধরা যাক, প্রকল্পটি থেকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে নগদ বার্ষিক প্রবাহের পরিমাণ যথাক্রমে ২০,০০০, ২৫,০০০, ৩০,০০০, ৩০,০০০ ও ৪৫,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে প্রথম তিন বছরে (২০,০০০ + ২৫,০০০ + ৩০,০০০) টাকা = ৭৫,০০০ টাকা ফেরৎ আসবে। বাকী (১,০০,০০০ – ৭৫,০০০) টাকা = ২৫,০০০ টাকা ফেরত আসার জন্য সময় লাগবে $\frac{২৫,০০০ \text{ টাকা}}{\text{চতুর্থ বছরের } ৩০,০০০ \text{ টাকা}} \times ১২ \text{ মাস} = ১০ \text{ মাস}$।

সুতরাং মোট Pack-Back Period = ৩০ বছর + ১০ মাস = ৩ বছর ১০ মাস।

**সুবিধা**

(ক) সহজ ও সরল ও বোধগম্য পদ্ধতি।

(খ) এটি নগদ-প্রবাহ বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বলে ঝুঁকিবহুল প্রকল্প বিনিয়োগে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুবিধা হয়।

**অসুবিধা**

(ক) এতে Pay-Back Period-এর পর প্রাপ্ত নগদ-প্রবাহকে হিসেবে ধরা হয় না।

(খ) এটি প্রকল্পগুলির সময়ের উপাদানের গুরুত্ব দেয় না ও অর্থের সময়-মূল্য বিবেচনা করে না—শুধু বিনিয়োজিত মূলধন ফেরত পাওয়ার সময় বিবেচনা করে।

(গ) এটি বিনিয়োগের ওপর প্রতিদানের হিসাব করে না।

**(ii) নীট বর্তমান মূল্য পদ্ধতি (Net Present Value or NPV Method) ঃ** নীট বর্তমান মূল্য বার করার সূত্র হল ঃ

**নীট বর্তমান মূল্য (NPV) = নগদ প্রবাহগুলির বর্তমান মূল্য – বিক্রীত ভগ্নাবশেষের বর্তমান মূল্য – প্রাথমিক বিনিয়োগ।**

যদি NPV > 0 হয়, তবে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হবে,
যদি NPV = 0 হয়, তবে অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে প্রকল্পটি গ্রহণ বা বর্জন করা হবে, এবং
যদি NPV < 0 হয়, তবে তৎক্ষণাৎ প্রকল্পটি বর্জন করতে হবে।

**সুবিধা**

(ক) এতে অর্থের সময়-মূল্য ও বাট্টার পরিবর্তনীয় হার বিবেচনা করা হয়।

(খ) এতে প্রকল্পের সমগ্র আয়ুষ্কাল বিবেচনা করা হয়।

(গ) ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র প্রকল্পের কার্যকারিতা পরিমাপে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে উপযোগী।

(ঘ) আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যপূরণে এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

**অসুবিধা**

(ক) এটি বোঝা ও গণনা করা কষ্টসাধ্য।

(খ) নগদ প্রবাহের বাট্টার পরিবর্তনের হার নির্ধারণ করা কঠিন কাজ।

(গ) এতে শুধুমাত্র নগদ প্রবাহের নীট মূল্য বিবেচনা করা হয়।

(ঘ) প্রকল্পগুলির কার্যকর জীবন পৃথক পৃথক হলে এই পদ্ধতিতে কার্যকারিতা নির্ধারণ নির্ভরযোগ্য হয় না।

**(iii) অভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার পদ্ধতি (Internal Rate of Return Method) ঃ** অভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার বলতে এমন একটি হারকে (rate) বোঝায় যা প্রকল্পের নীট বর্তমান মূল্যকে শূন্যে পরিণত করে।

$$\text{অভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার} = \left(\text{দুটি সুদের হারের মধ্যে একটি গৃহীত সুদের হার} - \frac{\text{(বিয়োগ) প্রাথমিক বিনিয়োগ} - \text{কর বাদ দেওয়ার পর নগদ প্রবাহের বর্তমান মূল্য}}{\text{দুটি সুদের হারে হিসাবকৃত বর্তমান মূল্যের পার্থক্য}}\right) \times \text{ব্যবহৃত দুটি সুদের হারের পার্থক্য।}$$

যদি প্রকল্পে বিনিয়োগ থেকে আয় $>$ অভ্যন্তরীণ প্রতিদানের হার হয়, তবে প্রকল্পটি লাভজনক হয় এবং এটি গ্রহণযোগ্য হয়।

| সুবিধা | অসুবিধা |
|---|---|
| (ক) এটি অর্থের সময়-মূল্য বিবেচনা করে। | (ক) এটি গণনা করা জটিল ব্যাপার। |
| (খ) এক্ষেত্রে নগদের অন্তর্প্রবাহ ও বহির্প্রবাহ হিসাবে ধরা হয়। | (খ) এই পদ্ধতি বিভ্রান্তিকর। |
| (গ) এটি প্রতিদানের হার নির্ধারণ করে প্রকল্পের মুনাফাযোগ্যতা নির্দেশ করে। | (গ) এতে অনুমান করতে হয় যে মধ্যবর্তী নগদ প্রবাহগুলি পুনর্বিনিয়োগ করা হয়েছে। |

*** (সূত্রগুলি নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।)*